STOP
ATROCITIES
ON
MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

এপ্রিল ২০১৬
নবপর্যায় ৩৬
মূল্য ১০ টাকা

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানবাধিকার প্রতিবেদন

তিন মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ জন নিহত, অপহৃত ১০

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বলেছে, গত বছরের তুলনায় এ বছরের গত তিন মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর তিন গুণ বেশি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে। অধিকাংশ ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যা গত বছরের চেয়ে ছয় গুণ বেশি।

'বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতি (জানুয়ারি-মার্চ), ২০১৬' শীর্ষক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে সংবাদ সম্মেলনে ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্ত এ প্রতিবেদনের তথ্য তুলে ধরেন। এ প্রতিবেদনে বলা হয়, গত তিন মাসে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ১০ ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৩৬৬ জন। অপহরণের শিকার হয়েছেন ১০ জন। তাঁদের মধ্যে দুটি ক্ষেত্রে জোরপূর্বক ধর্মান্তরের অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণের শিকার আটজনের মধ্যে চারজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। জমিজমা, ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা, দখল ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে ৬৫৫টি।

অবিলম্বে প্রতিটি ঘটনায় সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে পরিষদের নেতারা বলেন, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হবে। রানা দাশগুপ্ত বলেন, শুধু ইউপি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ২৫০টি। অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে।

প্রতিবেদন ৩ ও ৬ এর পৃষ্ঠায়

গত তিন মাসে সংখ্যালঘুদের বসতবাড়ি ও জমিজমা দখলের ঘটনা ঘটেছে ১৭টি। এর মধ্যে ২২টি সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে। শুধু পিরোজপুরের একটি গ্রামে ২০টি পরিবারকে দেশ ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়। ঝালকাঠি ও নীলফামারীতে এক হিন্দু পরিবারকে দেশত্যাগ করতে হুমকি দেওয়া হয়েছে।

হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতারা বলেন, নারায়ণগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, পটুয়াখালী, ফেনী ও জয়পুরহাটে কয়েকজনের সম্পত্তি জবরদখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, কাজল দেবনাথ, এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, জয়ন্ত সেন দীপু, দ্বীপেন চ্যাটার্জি প্রমুখ।

৭-দফা দাবি নিয়ে মত বিনিময় জাতীয় ঐকমত্যের ইঙ্গিত

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

গত ৪ ডিসেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে জাতীয় ঐকমত্যের ৭-দফা দাবিনামা গৃহীত হবার পর এ নিয়ে ব্যাপক জনমত গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নাগরিক সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় হয়েছে এবং এখনো তা অব্যাহত রয়েছে।

যাদের সাথে ইতিমধ্যে মত বিনিময় হয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছেন– ১৪ দলীয় জোটের সমন্বয়ক স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এম.পি, সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান, সাবেক রাষ্ট্রপতি এইচ.এম. এরশাদ এম.পি, কো-চেয়ারম্যান জি. এম. কাদের ও মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার এম.পি, গণ ফোরামের সভাপতি, সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের প্রধান কমরেড খালেকুজ্জামান, ঐক্য ন্যাপের সভাপতি পঙ্কজ ভট্টাচার্য, সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব:) কে. এম. শফিউল্লাহ, সহ-সভাপতি ম হামিদ, সাধারণ সম্পাদক হারুণ হাবিব, গণ জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ইমরান এইচ সরকার, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল, নারী নেত্রী খুশী কবীর, সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গীবাদ বিরোধী মঞ্চের সভাপতি অজয় রায়, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের উপদেষ্টা রামেন্দু মজুমদার, সভাপতি গোলাম কুদ্দুস, সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফ, জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি অধ্যাপক নুরুল হুদা প্রমুখ। মত বিনিময়কালে এসব সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

যাঁদের সাথে মত বিনিময় হয়েছে তাঁদের প্রত্যেকেই ঐক্য পরিষদের মত বিনিময়ের উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, এর মধ্য দিয়ে এ দেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনজীবনের বাস্তব চিত্র তাদের সামনে পরিস্ফুটিত হয়েছে। ঐক্য পরিষদের ৭-দফা দাবিকে বাস্তবানুগ ও যথাযথ বলে পৃষ্ঠা ২

সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের আলটিমেটাম: ২০ মে সারা দেশে দাবি দিবস পালনের উদ্যোগ

॥ নিজস্ব বার্তা প্রতিবেদক ॥

ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে এবং সম অধিকার ও সম মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংগঠনকে সমন্বিত করে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ঢাকার ঐতিহাসিক সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশের ডাক দেয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় লক্ষাধিক লোক বিভিন্ন পোস্টার, ফেস্টুন বহন করে স্বতঃস্ফুর্তভাবে এতে যোগ দেয়। এ মহাসমাবেশ থেকে জাতীয় ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয় ৭ দফা, যা এদেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অস্তিত্বের রক্ষাকবচ।

এ মহাসমাবেশের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সাংসদ ও বাগ্মী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সরকারকে তা' মেনে নেয়ার জন্যে ৬ মাসের আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। অন্যথায় তা' আদায়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ধারাবাহিকভাবে দুর্বার আন্দোলন পৃষ্ঠা ২

এই চিত্র কি ধারণ করতে পারছে বাংলাদেশ ?

॥ পর্যবেক্ষক ॥

ভিন্নমত, মুক্তচিন্তা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে হত্যা, হামলা দেশকে কোন দিকে পরিচালিত করছে ? হঠাৎ করেই যেন সেই অন্ধকার আরও ঘন হয়ে গ্রাস করছে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে। কোথায় কখন ঘাতকের চাপাতি নেমে আসবে, গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে বুক, দেশ এখন এমন এক ভয়াবহ ক্রান্তিকালে এসে দাঁড়িয়েছে। অসহিষ্ণুতা দিন দিন চেপে বসছে, এক আস্থাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিকে যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুক না কেন, এটা সত্যি যে, মানুষের মধ্যে আতংক তৈরি হয়েছে। চিন্তার স্বাধীনতা সংকুচিত হয়ে পড়ছে। এর মধ্যে নতুন উদ্বেগ তৈরি হয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষকদের মধ্যে। ধর্মবিদ্বেষের মিথ্যা অভিযোগ দাঁড় করিয়ে তাঁদের চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে, জেলে পোরা হচ্ছে। পৃষ্ঠা ২

টুঙ্গিপাড়ায় সাধু খুন, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

॥ গোপালগঞ্জ সংবাদদাতা ॥

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ছুরিকাঘাতে পরমানন্দ রায়কে (৭০) হত্যা করা হয়েছে। গত ২২ এপ্রিল হামলায় গুরুতর আহত হওয়ার পরদিন দুপুর ১২টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। ২৪ এপ্রিল তাঁকে গ্রামের বাড়ি দক্ষিণ বাসুরিয়ায় সমাহিত করা হয়। পরমানন্দের পরিবার ও স্থানীয় ব্যক্তিরা জানান, এলাকার বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গীতা, ভগবতপাঠ ও ধর্ম আলোচনা করতেন পরমানন্দ। এলাকায় তিনি সাধু হিসেবেই পরিচিত ছিলেন।

এ ঘটনায় তিনজনকে আসামি করে টুঙ্গিপাড়া পৃষ্ঠা ২

মৃত্যুবার্ষিকীতে চট্টগ্রামে নাগরিক শ্রদ্ধা

সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামে বিনোদবাবু আমৃত্যু নেতৃত্ব দিয়েছেন

॥ চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

মানুষের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা সৃষ্টি এবং অসাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসমুক্ত দেশ গঠনে বিপ্লবী বিনোদ চৌধুরী আমৃত্যু প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ব্রিটিশ শাসনামল থেকে বর্তমানের বাংলাদেশ সকল সময়ে আন্দোলন সংগ্রামে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। জাতির বিবেক হিসেবে অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সব সময় সোচ্চার। বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে তিনি সমাজে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সারা জীবন নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই মহান বিপ্লবীকে স্মরণ রেখে গবেষক আহমদ মমতাজ ও রাইহান নাসরিন মাস্টারদা সূর্য সেনের কিশোর সাথী পৃষ্ঠা ২

বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর জীবন ও কর্ম নিয়ে রচিত গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ। ছবি : পরিষদ বার্তা।

৭-দফা দাবি নিয়ে মত বিনিময়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

মন্তব্য করেছেন দেশের বিশিষ্টজন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ। তারা বলেন, সংখ্যালঘু সমস্যা কেবল সংখ্যালঘুদেরই নয়, এ সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখতে হবে। তা-ই এর সমাধানে দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ আজ আর খোলা নেই।

১৪-দলীয় জোটের সাথে সমন্বিত বৈঠক প্রসঙ্গে এ জোটের সমন্বয়ক মোহাম্মদ নাসিম দেশের সকল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের সাথে মত বিনিময়ের জন্যে ঐক্য পরিষদ নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দেশে বিরাজিত সংখ্যালঘু সমস্যাবলী নিয়ে তাঁরা সচেতন রয়েছেন।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ. এম. এরশাদ তাঁর সরকারের সময়ে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে গৃহীত কতিপয় কর্মসূচির উলেখ করে বলেন, তিনি আরো কিছু করতে পারতেন। কিন্তু পারেন নি। এ জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

মত বিনিময়কালে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম বিলের সংযোজনের বিষয়টি উত্থাপিত হলে তিনি এ ব্যাপারে সরাসরি কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন।

তবে এরশাদ বলেন, ঐক্য পরিষদের ৭-দফা দাবিনামা নিয়ে দলীয়ভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেবেন, যার প্রতিফলন ঘটবে তাঁর দলের মে মাসের কাউন্সিলে।

দেশের অপরাপর রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এমনকি বিদেশী দূতাবাসের প্রতিনিধিদের সাথেও মতবিনিময় অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঐক্য পরিষদ। গণমাধ্যমসমূহের সম্পাদকদের সাথেও সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আলোচনা করবেন। আগামি ১৪ মে শনিবার সকাল ১০ টায় জাতীয় সংলাপ আয়োজনের চিন্তা ভাবনাও চলছে।

২০ মে সারা দেশে দাবি দিবস পালনের উদ্যোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গড়ে তুলবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এ ৭-দফা দাবি মেনে নেয়ার ব্যাপারে সরকারের পক্ষ থেকে কোন প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যে যেমনিভাবে ব্যক্ত করা হয়নি, অন্যদিকে তা বাস্তবায়নে কোন রোড ম্যাপ-ও ঘোষণা করা হয়নি।

এ প্রেক্ষাপটে অস্তিত্ব রক্ষার প্রত্যয়ে আগামি ২০ মে সংগঠনের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিনটিকে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ দাবি দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঐদিন ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সকল সংগঠনকে সমন্বিত করে কেন্দ্র থেকে জেলা, উপজেলা পর্যায়ে ৭-দফা দাবিতে সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী সকাশে স্মারকলিপি প্রদানের নিমিত্তে ইতিমধ্যে কেন্দ্র থেকে জরুরী সার্কুলার সংগঠনের তৃণমূল পর্যায়ে পাঠানো হয়েছে।

একই দিন বিদেশের শাখা সংগঠনসমূহও যাতে স্ব স্ব দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ করে তারও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিলেটের চালিবন্দরে মানববন্ধন

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

অ্যাড. বিজয় কুমার দে বুলু, চালিবন্দর যুবকল্যাণ সমিতির সভাপতি অরূপ শ্যাম বাপ্পি, পূজা পরিষদ নেতা নিরঞ্জন চন্দ্র চন্দ, ছাত্র যুব ঐক্য পরিষদ জেলা শাখার সভাপতি অ্যাড. রঞ্জন ঘোষ, মহানগরের সাংগঠনিক সম্পাদক রকি দেব, জেলা শাখার নেতা রাজেশ সরকার, ট্রেড সেন্টারের সহ-সভাপতি মো. কয়ছর আলী, দেবাশিষ দেব আশু, ধানর্সিঁড়ির সভাপতি বৌদ্ধ দাস, চালিবন্দর পূজা কমিটির অন্যতম সদস্য দীপক ঘোষ, অতীন্দ্র দেব, ধনেশ দেব, জনি দেব, মিন্টু বৈদ্য, অরুণ বৈদ্য, উত্তম ঘোষ, দীপক রঞ্জন দাস, নরেন্দ্র সিং প্রমুখ।

দুর্বৃত্তরা কানুনগোপাড়ায় দুর্গাবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

জিডি নং-১১১৬ তাং-২৩/০৪/২০১৬ইং। অগ্নিসংযোগে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও বোয়ালখালী প্রশাসন এখনও সহযোগিতার কোন হাত বাড়ায়নি।

এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি সিআর দত্ত বীর বিক্রম, সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এ্যাড. সুব্রত চৌধুরী, বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি শ্যামল কুমার পালিত, সাধারণ সম্পাদক অসীম কুমার দেব, বিশ্বজিৎ পালিত, অনুপ রক্ষিত, চট্টগ্রাম আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের আহ্বায়ক রঞ্জিত রক্ষিত, হীরক রক্ষিত, দীপ রক্ষিত, সোহেল রক্ষিত এবং বোয়ালখালী পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ নেতৃবৃন্দ।

টুঙ্গিপাড়ায় সাধু খুন, প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

থানায় হত্যা মামলা করেছেন নিহত ব্যক্তির ছেলে প্রফুল-রায়। পুলিশ এজাহারভুক্ত এক আসামি শরিফুল শেখকে (২৫) গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার হওয়া শরিফুল এ হত্যার দায় স্বীকার করেছেন বলে জানিয়েছেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা টুঙ্গিপাড়া থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুশান্ত কুমার খান।

নিহত পরমানন্দ রায় টুঙ্গিপাড়া উপজেলার কুশলী ইউনিয়নের দক্ষিণ বাসুরিয়ার মৃত মহেন্দ্রনাথ রায়ের ছেলে। নিহত ব্যক্তির স্ত্রী, সাত ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।

পুলিশ, এলাকাবাসী ও নিহত ব্যক্তির স্বজনদের সূত্রে জানা গেছে, পরমানন্দ রায় ঐদিন পাশের গ্রাম গিমাডাঙ্গা হাটে যান। হাট করে বাড়ি ফেরার পথে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার দিকে গিমাডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া মলিকের সেতুর কাছে পৌছার পর গ্রামের বাসিন্দা (গিমাডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া) শরিফুল শেখ একটি ছুরি নিয়ে পরমানন্দ রায়কে আঘাত করতে শুরু করে।

প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তিরা বলেন, 'এ দেশে চাঁড়াল রাখব না' বলেই অতর্কিতে পরমানন্দকে আঘাত করতে শুরু করেন। পরমানন্দ রায়ের ডান হাত ও পেটে ছুরি মারার পর তিনি মাটিতে পড়ে যান। পরে তার পিঠে ছুরিটি ঢুকিয়ে দিয়ে শরিফুল পালিয়ে যায়।

পরমানন্দ রায়ের নাতি মুকেশ রায় বলেন, এলাকাবাসী তার দাদুকে উদ্ধার করে টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। পরে সেখান থেকে খুলনা মেডিকেল কলেজ এবং পরে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে টুঙ্গিপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হক বলেন, এ মামলার এজাহারভুক্ত প্রধান আসামি শরিফুল শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সাত দিনের রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে জেলার মুখ্য বিচারিক হাকিমের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ধারণ করতে পারছে বাংলাদেশ ?

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হত্যার এই পর্যায়ের শুরু গত বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি অভিজিৎ রায় হত্যার মধ্য দিয়ে। একে একে হত্যা করা হলো ওয়াশিকুর রহমান, অনন্ত বিজয় দাস, নীলাদ্রি চট্টোপাধ্যায় নিলয়, সিজারি তাবেলা, কোনিও হোসি, খিজির খান, ফয়সাল আরেফিন দীপন, অধ্যাপক রেজাউল করিম, জুলহাস মান্নান, মাহবুব তনয়। তালিকায় আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও শিক্ষক। হত্যা করা হলো পঞ্চগড়ে গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ ভক্তিনিলয় মহারাজকে। অতি সম্প্রতি গোপালগঞ্জে নিহত হয়েছেন এক সাধু। ইসকন মন্দির, শিয়া মসজিদ আক্রান্ত হলো। আক্রান্ত গির্জা। খোদ রাজধানীতে মহরমের মিছিলে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে হত্যা করা হলো। সবচাইতে নিরাপদ এলাকা বলে নিশ্চিন্ত বিশ্বাস যেখানে সেখানে খুন হলো তনু। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মানবাধিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ বছরের প্রথম তিন মাসে ১০ জন সংখ্যালঘু নিহত হয়েছেন। অপহৃত হয়েছেন আরো ১০ জন। ঐক্য পরিষদ আরও বলেছে, গত তিন মাসে সংখ্যালঘুদের ওপর তিন গুণ বেশি মানবাধিকার লংঘনের ঘটনা ঘটেছে। প্রায় প্রতিদিনই সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা, বিগ্রহ ভাংচুর ও জায়গাজমি জবরদখলের ঘটনা তো আছেই। সাম্প্রতিক ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত ৫২ জন প্রাণ হারিয়েছে। ওপরে যে চিত্রটি তুলে ধরা হলো তা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, মাত্র চৌদ্দ মাসের। আরো অনেক ঘটনা এখানে উলেখ করা হয়নি। কিন্তু এই চিত্রটিও কি ধারণ করতে পারছে বাংলাদেশ ? এক সংবাদপত্রে দেখলাম, ক্ষুব্ধ স্বজনরা বলেছেন, বিচারহীনতার কারণে বন্ধ হচ্ছে না এসব হত্যাকান্ড। নিহত অভিজিৎ রায়ের বাবা অধ্যাপক অজয় রায় বলেছেন, 'প্রতিটি খুনের পর ওরা যেভাবে কথা বলছে, তাতে করে খুনিরা আশকারা পেয়ে যাচ্ছে।'

বাংলাদেশে আইএস বা আল কায়েদা আছে কী নেই, এই বিতর্ক এখন প্রধান। যে কোন হত্যাকান্ডের পর পরই দায় স্বীকার করে বার্তা পাওয়া যাচ্ছে, যা আসছে মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংস্থা থেকে। আর আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম এই বার্তাটিকেই লুফে নিচ্ছে। সরকারি তদন্ত হচ্ছে, বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা হচ্ছে, পুলিশ দাবি করেছে, অন্তত আশি ভাগ ক্ষেত্রে তারা সফল। কিন্তু নিহতদের স্বজনদের হতাশা দূর হচ্ছে কি ? মানুষ কি খুশি ? সংখ্যালঘুরা প্রচন্ড ক্ষুব্ধ, তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন। ঐক্য পরিষদ এ অবস্থা তুলে ধরেছেন সংবাদ সম্মেলনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময়ে। ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভিন্নমতের প্রতি অসহিঞ্চুতা মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করাচ্ছে এ বাস্তবতা কি উপলব্ধিতে আসছে ? পাকিস্তানের ধারা বহন করছে যেসব রাজনৈতিক দল তাদের কথা উঠছে না। তারা দ্বিতীয় পাকিস্তান তৈরির ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু যেসব রাজনৈতিক দল গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলছে কার্যত তাদের মধ্যে কোথায় যেন ভোটের রাজনীতি ও আপসের মনোভাব কাজ করছে। সরকারে যারা রয়েছেন, কিংবা সরকারে যারা যাওয়ার জন্য আন্দোলন করছেন, দুই শিবিরেই মূলত এই মনোভাব সংকট থেকে উত্তরণে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটাই বিপজ্জনক।

মৃত্যুবার্ষিকীতে চট্টগ্রামে নাগরিক শ্রদ্ধা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর জীবন ও কর্মভিত্তিক একটি বই লিখিছেন যা সম্প্রতি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ২৩ এপ্রিল বিকেলে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবের ইঞ্জিনিয়ার আবদুল খালেক মিলনায়তনে বইটির প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল। 'বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরী নাগরিক স্মরণসভা কমিটি" আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কমিটির সভাপতি এমিরেটাস অধ্যাপক ড. আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন। প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক লোকসাহিত্য গবেষক শামসুজ্জামান খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন কবি-সাংবাদিক আবুল মোমেন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গোলাম মোস্তফা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি-সাংবাদিক কামরুল হাসান বাদল। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কমিটির যুগ্ম সদস্য সচিব তাপস হোড়, অনুভূতি ব্যক্ত করেন বইয়ের লেখক আহমদ মমতাজ ও রাইহান নাসরিন।

বইটিতে লেখকদ্বয় বিপ্লবী বিনোদবিহারী চৌধুরীর বাল্যকাল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ, যুব বিদ্রোহ, কারাভোগ ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে সাধারণ মানুষের পক্ষে তার ভূমিকা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তরুণ সমাজকে তার ত্যাগ ও সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে জেনে নতুন জীবন গঠনে দায়িত্বশীল হতে উপদেশ দেন। বিনোদ বাবুর মতো সত্যবাদী ও জীবনবাদী মানুষ হওয়ার জন্য তিনি তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের প্রভাব ও চট্টগ্রামের ইতিহাস নিয়ে তথ্যনির্ভর গবেষণায় অবদান রাখার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি কবি-সাংবাদিক আবুল মোমেন বলেন, চট্টগ্রাম সমাজ-মানসে বিপ্লবী বিনোদবিহারী ন্যায়-নিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, ত্যাগী ও নিরহঙ্কারী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। উপমহাদেশের রাজনৈতিক গতিপথ পরিবর্তনে তিনি যেমন ভূমিকা রেখেছেন একইভাবে দেশের স্বাধীনতার পর তাঁকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, পাহাড় কাটা, চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানসমূহ রক্ষা ও প্রতাপশালী রাজনীতিকদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে।

বিশেষ অতিথি অধ্যাপক গোলাম মুস্তফা বলেন, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের আন্দোলনে তিনি অনন্য ভূমিকা রেখেছেন বিধায় কিশোর বয়সে তিনি বিপ্লবীদের স্নেহধন্য হয়েছেন। তিনি আরো বলেন, গবেষক আহমদ মমতাজ ও রাইহান নাসরিন তাদের বইয়ে বিনোদবিহারীর সামগ্রিক জীবনের ইতিহাস তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বইটি একটি অসাধারণ রহস্যময় উপন্যাসের মতো। লেখকদ্বয় অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন তাই তাঁরা অভিনন্দনযোগ্য। বক্তাগণ এমন একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ গ্রহণের জন্য তাদেরকে অভিনন্দন জানান এবং দীর্ঘজীবন কামনা করেন।

আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে রবীন্দ্র সঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সঙ্গীত শিল্পী শ্যামলী বিশ্বাস। মুক্তির মন্দির সোপান তলে, কত প্রাণ হলো বলি দান গণসঙ্গীতটি রক্তকরবী'র শিল্পীদল পরিবেশন করে সকল মহলের প্রশংসা পেয়েছেন।

শতাধিক হিন্দু পরিবার বাড়িঘর ছেড়েছে

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রশিদ সিকদার জানান, খুব শিগগিরই দলীয় সভা ডেকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যারা হিন্দুদের ওপর হামলা করেছে, তাদের কেউ আওয়ামী লীগের হলে দলীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ব্যাপারে শাহনেওয়াজ মৃধার সঙ্গে মুঠোফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

দিনাজপুর-জয়পুরহাটে প্রকল্প গ্রহণ

পঞ্চম পৃষ্ঠার পর

শামীম আরা বেগম, সদর উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার মাইনুল ইসলাম, সদর উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মামুন হাসান চৌধুরী, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কন্দর্প নারায়ণ রায়, ওয়ার্ল্ড ভিশনের রংপুরস্থ রিজিয়ন অফিসের কর্মকর্তা প্রবিত্র বেনিডিক কস্তা এবং প্রকল্প সমন্বয়কারী মীর রেজাউল করিম।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৩৩-২৯২৩৯৬ যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদ বার্তার কপি নিয়মিত পাওয়ার ব্যাপারে ঐক্য পরিষদের দপ্তর সম্পাদক এ্যাডভোকেট দিপংকর ঘোষের সাথে ০১৭১২-৭৬০৬৮৪ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

---

১২ এপ্রিল ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের পূর্ণ বিবরণ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আপনারা আমাদের আন্তরিক অভিবাদন গ্রহণ করুন।

দেশে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির বর্তমান এ মুহূর্তে মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে আপনারা আজ এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তজ্জন্যে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

প্রিয় বন্ধুগণ,

গত ৫ মার্চ, ২০১৬ ইং তারিখে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে আমরা বিগত ২০১৫ সালের বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছিলাম যাতে তথ্য উপাত্ত দিয়ে বলা হয়েছিল, সেবছর ২৬১টি আলাদা ঘটনা সারা দেশে সংঘটিত হয়েছিল। এসবের অধিকাংশ একক ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার সংখ্যা কমপক্ষে ১৫৬২টি। দুঃখজনক হলেও সত্য, ২০১৫ সালে বাংলাদেশের ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যে মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল এ মুহূর্তে তা আরো ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে।

২০১৬ সালের প্রথম ৩ মাসে অর্থাৎ গত ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কমপক্ষে ৭৩২টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের ঘটনার প্রায় তিনগুণ। এসবের অধিকাংশ একক ঘটনায় একাধিক ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার সংখ্যা কমপক্ষে ৯৫৬৬, যা পূর্ববর্তী বছরের ছয়গুণেরও বেশী। এ সময়ে ১০জন নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছেন ৩৬৬জন, অপহরণের শিকার হয়েছেন ১০জন, তাদের মধ্যে ২টি ক্ষেত্রে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করার অভিযোগ রয়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৮জন, তার মধ্যে ৪জন গণধর্ষণের শিকার। জমিজমা, ঘরবাড়ি, মন্দির ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, দখল ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে ৬৫৫টি। ২২টি পরিবারকে উচ্ছেদের হুমকি দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় ব্যাপক হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। শুধু এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে কমপক্ষে ৮২৫০। এসব ঘটনায় অপরাধীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা স্থানীয় প্রশাসনকে প্রভাবিত করে ঘটনার পরবর্তী কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে সেই সব স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতাকে বাধাগ্রস্ত করেছে। এমনকি মামলা চলাকালীন অবস্থায় অথবা আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে সম্পত্তি দখলের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, অনলাইন মিডিয়া, বিভিন্ন থানা থেকে প্রাপ্ত কেস ডকুমেন্টের ভিত্তিতে ও ঐক্য পরিষদ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে এ বছরের প্রথম তিন মাসে এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের চিত্র উঠে এসেছে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

২০১৬ সালের প্রথম তিন মাসে ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের বসতবাড়ি, জমিজমা দখলের ঘটনা ঘটেছে ১৭টি। একই সময়ে কমপক্ষে ২২টি পরিবারকে দেশত্যাগের হুমকি দেওয়া হয়েছে। শুধু পিরোজপুরের একটি গ্রামেই ২০টি সংখ্যালঘু পরিবারকে দেশ ছাড়ার হুমকি দেওয়া হয়। ৩০ জানুয়ারি ২০১৬ পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার শাঁখারিকাঠী গ্রামের ২০টি সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারকে তাদের পৈত্রিক ভিটেমাটি ছেড়ে ভারত চলে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে উপজেলা আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী এক নেতা। শুধু হুমকি নয়, ইতোমধ্যে ঐ সকল হিন্দু পরিবারের বাড়ির পাশের খালি জায়গায় কয়েকটি মুসলিম পরিবারকে টং ঘর তুলে দিয়ে সংখ্যালঘুদের প্রায় ৭ একর জমি দখল করেছে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় এই নেতা।

এছাড়া ঝালকাঠিতে এক কৃষক পরিবারকে মারধর করে ভারত চলে যাওয়ার হুমকি দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভুক্তভোগী পরিবারটিকে সহায়তা দিতে স্থানীয় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ উঠেছে। হামলার শিকার কাঠালিয়া উপজেলার শৌলজালিয়া গ্রামের কৃষক হিমাংশু ওঝা উক্ত হামলাকারীর বিরুদ্ধে কাঠালিয়া থানায় গত ২৬ ফেব্রুয়ারি একটি জিডি এবং ইউপি চেয়ারম্যান মাহামুদ হোসেন রিপনের কাছে অভিযোগ করলেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নি কর্তৃপক্ষ।

অন্য একটি হিন্দু পরিবারকে দেশত্যাগের হুমকি, বসতবাড়ি দখলের চেষ্টা, এবং এই ঘটনায় থানায় মামলা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নীলফামারীতে। ১৭ মার্চ ২০১৬ নীলফামারী জেলার সদর থানার প্রগতিপাড়া গ্রামে রতিশ চন্দ্র রায় নিজের বাড়ীর সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করতে দেয় নি দখলদারচক্র। তাদের অব্যাহত হুমকির মুখে থানায় অভিযোগ করতে গেলে থানা মামলা গ্রহণ করে নি। একই সময়ে দখলদার চক্রটি উক্ত সংখ্যালঘু পরিবারের প্রধানকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজসহ হত্যা, গুম ও দেশছাড়ার হুমকি প্রদান করে।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

গত ৩ মাসে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি জবরদখলের বেশ কয়েকটি খবর প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। জানুয়ারি মাসে আদালতের নির্দেশ অমান্য করে নারায়ণগঞ্জ শহরের পালপাড়ায় এক হিন্দু বিধবার প্রায় কোটি টাকা মূল্যের জমি দখলের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ১৭ জানুয়ারি উক্ত নারী নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করেন। তার অভিযোগ, দখলদার ব্যক্তি প্রভাবশালী হওয়ায় জিডি করার পরও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এ বিষয়ে গত বছরের শেষের দিকে আদালতে আবেদন করেন তিনি। কিন্তু আদালতের নির্দেশ অমান্য করে ১৫ জানুয়ারি জমি দখল করে উক্ত প্রভাবশালী দখলদার।

এক নজরে

ঘটনার ধরন		সংখ্যা			
		জানু	ফেব্রু	মার্চ	মোট
হত্যা		২	৩	৫	১০
হত্যাচেষ্টা		৪		২	৬
হত্যার হুমকি		২	১	১	৪
জখম/আহত করা		১১	২৮	৩২৭	৩৬৬
চাঁদাদাবি		৫	৪	৩	১২
বসতঘর/ সম্পত্তি-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা/ভাঙচুর/অগ্নিসংযোগ/লুটপাট		৮	৯	৬২১	৬৩৮
সম্পত্তি দখল উচ্ছেদ	বসতবাড়ি, জমিজমা দখল	৭	৫	৫	১৭
	দখলের তৎপরতা	১	১	৪	৬
	উচ্ছেদের হুমকি	২০	১	১	২২
মন্দির হামলা/ভাঙচুর/অগ্নিসংযোগ		৬	৪	৭	১৭
প্রতিমা ভাঙচুর		১৩	৫	২২	৪০
মন্দিরে চুরি				২	২
মূর্তি চুরি				৯	৯
গণধর্ষণ				৪	৪
ধর্ষণ		১		৩	৪
ধর্ষণ চেষ্টা			১	২	৩
অপহরণ		২		৮	১০
অপহরণ ও ধর্মান্তরকরণ				২	২
মোট ঘটনা		৩৭	৩৩	৬৬২	৭৩২
ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি, পরিবার ও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		৮০	৬০	৯৪২৬	৯৫৬৬

সূত্র : দৈনিক পত্রিকা ও বিভিন্ন থানা থেকে প্রাপ্ত কেস ডকুমেন্টস

জানুয়ারি মাসে সম্পত্তি দখলের অন্য একটি ঘটনা ঘটেছে ঠাকুরগাঁওয়ে যেখানে ভূমিদস্যুদের পুনর্বাসনে পুলিশের সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। ঠাকুরগাঁওয়ে একজন হিন্দু সংখ্যালঘুর জমি অবৈধভাবে দখল করে সেখানে ঘর তোলে এক ভূমিগ্রাসী। পরে জেলা প্রশাসকের কাছে ভুক্তভোগী পরিবারটি অভিযোগ করলে উভয় পক্ষের কাগজপত্র বিবেচনা করে অভিযোগকারী উক্ত সংখ্যালঘুকে ভূমির মূল মালিক বলে রায় দেন সহকারি কমিশনার (ভূমি)। পরে ম্যাজিস্ট্রেট ওই জমি থেকে দখলদারকে উঠিয়ে দেন। সেই জমিতেই পুলিশ পুনরায় উক্ত ভূমিদস্যুকে পুনর্বাসন করে। এতে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায় প্রতিবাদ করলে পুলিশ তাঁদের উপর লাঠিচার্জ করে এমন অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের উদ্যোগে অনশন কর্মসূচি পালন করেছে সেখানকার স্থানীয় সংখ্যালঘুরা।

৭ জানুয়ারি ২০১৬ কক্সবাজার সদর উপজেলার জালালাবাদ জলদাসপাড়ায় আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে রাতের আঁধারে এক হিন্দু পরিবারের ওপর হামলা ও তাদের বসতভিটা দখলের ঘটনা ঘটে। এ সময় সন্ত্রাসীদের হামলায় গুরুতর আহত হয়েছেন ৪ জন। এছাড়া স্বর্ণালংকার ও টাকা লুটেরও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় থানায় মামলা না নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। উক্ত আওয়ামী লীগ নেতার নেতৃত্বে প্রভাবশালী চক্রটি দীর্ঘদিন ধরে তাদের ভোগদখলীয় বসতভিটা দখলে নিতে বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছিল। ৭ জানুয়ারি ২০১৬ রাতে তার নেতৃত্বে ২০/৩০ জনের সন্ত্রাসী দল জোরপূর্বক সুদর্শন জলদাসের বাড়িতে হামলা করে তাদের বসতভিটা দখলে নেয়। তাদের রাতের আঁধারে বাড়ির সদস্যদের বাড়ি থেকে বের করে দেয়। ঘটনার পরদিন সদর মডেল থানায় মামলা দিলেও মামলা নেয়নি পুলিশ। স্থানীয় এমপি ঘটনাটি মীমাংসার নামে সময়ক্ষেপণ করার দুই মাস পরে গত ৯ মার্চ ২০১৬ হিন্দুদের পক্ষ হতে জেলা জজ আদালতে দখলদারের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়। থানায় গ্রেফতারের নোটিশ এলেও পুলিশের পক্ষ থেকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের সামনেই অভিযুক্তরা ঘুরে বেড়াচ্ছে এমন অভিযোগ উঠেছে।

পটুয়াখালীর রাঙাবালী উপজেলায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের জমি দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে এ মাসে। স্থানীয় রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীদের মদদে রাঙাবালীর নিজহাওলা গ্রামের উক্ত হিন্দু নারীর দোকান দখল করে ভবন নির্মাণের তৎপরতা চালিয়েছে একই এলাকার প্রভাবশালী গোষ্ঠী। এ ঘটনায় রাঙাবালী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও প্রশাসন কার্যকরি পদক্ষেপ নেয়নি এমন অভিযোগ উঠেছে। ভবন নির্মাণে বাধা দিতে চাইলে সন্ত্রাসীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন ভুক্তভোগী উক্ত নারী।

১৮ জানুয়ারি ২০১৬ ফেনী জেলার সোনাগাজি উপজেলায় চরদরবেশ ইউনিয়নের সেনেরখিল গ্রামের পাল বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার গাছ কেটে নিয়ে গেছে যুবলীগ কর্মীরা। এ সময় বাড়ির লোকজন বাধা দিতে গেলে তারা তিনজনকে পিটিয়ে আহত করে। ওই এলাকার সংখ্যালঘু পরিবারগুলোকে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা জিম্মি করে রেখেছে এবং প্রতিটি সংখ্যালঘু পরিবার শঙ্কা আর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে দিন পার করছে এমন খবর প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকায়।

জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও জমিদখলের তৎপরতার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জয়পুরহাট প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, জয়পুরহাট জেলা শাখার উত্থাপিত অভিযোগসূত্রে জানা যায়, আক্কেলপুর উপজেলার শিয়ালপাড়ায় বসবাসরত আদিবাসী মুন্ডা সম্প্রদায়ের জায়গা-জমি দীর্ঘদিন ধরে দখলের চেষ্টা করে আসছে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল। এ বিষয়ে আক্কেলপুর থানা সহকারী জজ আদালতে একটি মামলাও বিচারাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ৮ জানুয়ারি ২০১৬ আক্কেলপুর থানার প্রশাসনের সহযোগিতায় এলাকার প্রভাবশালীরা আদিবাসীদের উপর হামলা চালায় এবং জোর করে জমি দখলের চেষ্টা করে। এ সময় বেশ কয়েকজন আদিবাসীকে বেঁধে মারপিট করাসহ ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুরের অভিযোগ করা হয়।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাজধানীর সূত্রাপুর এলাকায় সংখ্যালঘু একটি পরিবারের সম্পত্তি দখল করতে তাদের বসত-বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালিয়েছে প্রভাবশালী গোষ্ঠী। সূত্রাপুরের সুখলাল লেন এলাকার প্রায় সাড়ে ৭ কাঠার উক্ত জমি নিয়ে আইনি লড়াই চলছিলো। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে কোর্টের স্থগিতাদেশ থাকার পরও বসত-ভিটা দখলের চেষ্টায় প্রায় এক-দেড়'শ জন উক্ত সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট চালায়। বাইরের গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে দুর্বৃত্তরা বাড়ির গৃহকর্ত্রী ও তার সন্তানকে বের করে দেয়। এরপর তারা শাবল, হাতুড়ি দিয়ে দরজা-জানালা ভাঙা শুরু করে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে উচ্ছেদকারীদের তান্ডব বন্ধ হয়।

হিন্দু পরিবারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে ভূমি দখলকারীদের হামলা : গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ শনিবার কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে হিন্দু পরিবারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে হামলা করে জমি দখলের চেষ্টা করেছে একদল সন্ত্রাসী। পরে এলাকাবাসীর প্রতিরোধে রক্ষা পায় পরিবারটি। এদিন সকাল ১১টায় পৌরসভার ভগিরভিটা গ্রামের ভূমিদস্যু ইব্রাহীম আলী, আ. মালেক, আ. করিম, মাইদুল ইসলামসহ প্রায় ১৫-২০ জন সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্রসহ ওই এলাকার মৃত শেখর সেনের ছেলে সুনীলের বাড়ির উঠোনে তার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান আয়োজনের সময় অতর্কিতে উপস্থিত হয়ে মাতৃদায়গ্রস্ত সুনীলকে মারধর করে এবং শ্রাদ্ধমন্ডপ তছনছ করে। এ সময় তারা পার্শ্ববর্তী ৪৫ শতক জমি জোরপূর্বক দখল নিতে গেলে এলাকাবাসী সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে। ওই এলাকার ভুক্তভোগী প্রায় দেড় শতাধিক পরিবারের অধিকাংশই ভূমিদস্যু। ইব্রাহীম আলী ও তার বাহিনী কর্তৃক জাল দলিলের মাধ্যমে জমি দখল, মামলা, হত্যার হুমকিসহ বিভিন্নপ্রকার হয়রানির শিকার হয়ে দিনাতিপাত করছে।

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ঠাকুরগাঁও শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার জগদীশ চন্দ্রের বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুর করে সাবেক এক ছাত্রলীগ নেতার লোকজন। তারা উক্ত সংখ্যালঘুর জমি গোরস্থানের জমি বলে দাবি করে প্রাচীর নির্মাণকালে বাধা দেয়। এসময় তারা জগদীশকে মারপিট করে।

হিন্দু বিধবাকে উচ্ছেদ করে বসতবাড়ি দখল : গত মাসে নওগাঁয় এক হিন্দু বিধবাকে উচ্ছেদ করে বসতবাড়ি দখলের অভিযোগ উঠেছে। ১৯ মার্চ ২০১৬ দুপুরে নওগাঁর মান্দা উপজেলার চকরাজাপুর গ্রামে অসহায় উক্ত হিন্দু বিধবার বসতবাড়ি জবরদখল করে নেয় সংঘবদ্ধ ভূমিদস্যুরা। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করায় ওই বিধবার ৪ প্রতিবেশিকে পিটিয়ে জখম করে দখলদার বাহিনী। ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে জানা যায় চক্রটি তার সামান্য জমিটুকু দখলের জন্য দীর্ঘদিন থেকে তৎপর ছিল। ভূমিদস্যুরা তাকে বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করতে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছিল। এরপর ১৯ মার্চ ২০১৬ সকালে টেনে হিঁচড়ে বাড়ি থেকে তাকে বের করে দিয়ে পুরো বসতবাড়ি দখল করে নেয়।

ক্লিনিক দখল করতে ক্লিনিক মালিক ও পরিবারকে অপহরণ : গত মাসে পিরোজপুরে একটি অত্যাধুনিক ক্লিনিক দখলের উদ্দেশ্যে ক্লিনিক মালিক হিন্দু ডাক্তার পরিবারকে অপহরণ করা হয়। শহরের বাইপাস সড়কস্থ পৃষ্ঠা ৬

বি চি ন্তা

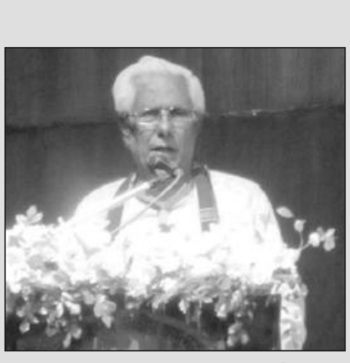

আমার আমি

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

(গত সংখ্যার পর)

পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদসমূহের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮ টিতে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। পিডিপি -২, ন্যাপ মস্কো-ওয়ালী-১, নেজামে ইসলামী -১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী ৭টি আসন লাভ করে। ন্যাপ সর্বমোট প্রায় ১৭ লক্ষ ভোট পায়। উলেখ্য যে এই নির্বাচনে জামাত- মুসলিম লীগ প্রায় শতকরা ১১ভাগ ভোট পায় ।

দেশজুড়ে তোলপাড়- জাগো জোট বাঁধো

উনসত্তর- সত্তর- একাত্তরের সূচনাকাল পর্বটি ছিল সমাজদেহের তোলপাড় পর্ব। এই দুর্বার গণকম্পন ভূমিকম্পের মতো দেশবাসীর ব্যাপকতর অংশকে তীব্র নাড়া দেয়- ঝাঁকি দেয়। এ যেন বিসুভিয়াসের অগ্নিময় লাভা উদগীরণ। আলোড়িত গণচিত্তে সমাজদেহে বেজে উঠে বিদ্রোহ- বিপবের সংকেতধ্বনি। আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য, অস্তিত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণের এক আখেরী আহবান যেন। জেগে উঠো, জোট বাঁধো, আঘাত হানো, শেকল ভাঙো, কায়েম করো জাতি ও জনগণের রাষ্ট্র। এতো বড় গণজাগরণ-গণ অভ্যুত্থান- গণবিস্ফোরণের অধ্যায় অতীতে আর কখনও এভাবে দেখা দেয়নি পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে। জাগরণধর্মী গণছাত্র আন্দোলন জাতীয়তাবাদী ছয় দফাকে যুক্ত করে সমাজ বদলের লক্ষ্যাভিসারী ১১ দফার ভিত্তিতে প্রকৃত গণঅভ্যুত্থানের তরঙ্গমালায় আলোড়িত আন্দোলিত করে সমগ্র দেশবাসীকে। আসাদের রক্তমাখা শার্ট, মতিউরের লাশ নিয়ে শ্রমিকরা শরিক হয় গণঅভ্যুত্থানে। ১১ দফার পাটকল, সুতাকল-বৃহৎ শিল্প কারখানা জাতীয়করণের দাবি ও ন্যায্য মজুরীর দাবিতে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে নেমে পড়ে। অভূতপূর্ব এক জঙ্গী জাগরণে ঠেলাওয়ালা-রিক্সাওয়ালা- বাস-ট্রাক শ্রমিক-মাঝি মালা, তাঁতি-জেলে, কামার-কুমার নেমে পড়ে নিজ নিজ অধিকার ও জাতীয় কর্তব্য পালনে। পিছিয়ে থাকেনি কৃষক ক্ষেত মজুররা। ন্যায্য মুল্যে কৃষি উপকরণ প্রাপ্তি, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য অর্জন, বন্যা সমস্যার স্থায়ী সমাধানসহ জাতীয় আত্মপরিচয়ের দাবি গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও এর মাধ্যমে তাদের পদভারে লংমার্চে শহর প্রকম্পিত করে তোলে। পথে নামে নারীসমাজ- শিক্ষক-উকিল-চিকিৎসক-প্রকৌশলী সরকারি কর্মচারী বেসরকারি কর্মচারীবৃন্দ। তারা শুধু জেগে ওঠেনি জোট বাঁধার সাধনায় মেতে উঠে কৃষক-শ্রমিক-নারী-যুব প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। শীর্ণকায় ক্ষীণদেহী খর্বকায় অপুষ্টির শিকার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ নরনারী জোটবদ্ধ যুথবদ্ধ সংঘবদ্ধ হতে অতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই অতি সাধারণ নরনারীরা মানবমুক্তি ও স্বাদেশিকতার এক মন্ত্রবলে হঠাৎ যেন অসাধারণ হয়ে উঠলেন। লিলিপুটরা গ্যালিভার হয়ে উঠলেন।

১১ দফা গণঅভ্যুত্থানের নায়ক ছাত্র নেতাকর্মীদের কাছে প্রতি মুহূর্তে ছুটে আসতে থাকলো টঙ্গী-ডেমরা- আদমজী- নারায়ণগঞ্জ- শ্যামপুর- ডেমরা- রূপসীর শ্রমজীবীরা, পরিবহন শ্রমিকেরা, রিক্সাওয়ালারা, বেকারী শ্রমিক-দোকান শ্রমিক-হকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-বুয়েট-মেডিকেল তৃতীয়- চতুর্থ শ্রেণির কর্মজীবীবৃন্দ, মৎস্যজীবী, তাঁতি সংগঠনের লোকেরা। তাঁরা পরীক্ষিত ছাত্রনেতাদের সহায়তা- নেতৃত্বে বলিষ্ঠ সংঘশক্তি গড়ে তুলতে উদগ্রীব। তাদের আহ্বানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী তাজুল ইসলাম ছুটে গেলেন আদমজীতে, নিলেন শ্রমিকের চাকুরী, হলেন আপনজন শ্রমিকের, মরলেন শ্রমিকের দাবি ও স্বার্থরক্ষায় শ্রমজীবীদের দুশমনদের হাতে। সাইফ উদ্দিন আহমদ মানিক ও পঙ্কজ ভট্টাচার্য ডেমরার প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের সংবাদ পেয়ে সেই যে গেলেন ডেমরার বাওয়ানী পাটকল এবং বালুনদীর দুপাড়ের ৩০টি বিধ্বস্ত গ্রামে- তারা ফিরলেন দু'মাস পরে, শ্রমিক ও গ্রামবাসীকে পুনর্বাসিত করে। জাত- শ্রমিক নেতা শহীদুলাহ্‌ চৌধুরীর মেধা-দক্ষতার সাহচর্যে সাইফ উদ্দিন মানিক ফিরলেন বাওয়ানী ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতিরূপে- ভিনি, ভিডি, ভিসি। বুয়েটের ইঞ্জিনিয়ার মুর্তজা খান উচ্চ চাকুরীর হাতছানি ছেড়ে তেজগাঁ- শ্যামপুর-আদমজীর শ্রমিকের বস্তিতে বস্তিতে বছরের পর বছর তাদের ইউনিয়ন ও আন্দোলনে যুক্ত থাকলেন। মঞ্জুরুল আহসান খান ও কবি জসিমউদ্দিন পুত্র জামাল আনোয়ার বাসু, ডাঃ খলিলুলাহ, আবদুর রশীদ ও তৃতীয় স্ত্রী সামসুন্নাহার বছরের পর বছর শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কাজী জাফর আহমদ পূর্ব থেকেই এখানে শ্রমিক নেতা হয়ে উঠেছিলেন। এভাবে হাজারীবাগের ট্যানারী শ্রমিকদের মধ্যে কাজে যুক্ত ছিলেন নুরুল ইসলাম (নোয়াখালী) আবুল কালাম (যিনি অদ্যাবধি সি. বি. এ নেতা) প্রমুখেরা। রূপসী ও কাঞ্চন শ্রমিক অঞ্চলে ছাত্র নেতা লুৎফর রহমান শ্রমিক নেতা হিসাবে শ্রমিকের জীবনের সাথে যুক্ত হলেন, আজও শ্রমিক নেতা হিসাবে জাতীয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হিসাবে কমরেড জসীমউদ্দিন, চৌধুরী হারুনর রশীদ, এম.এস.হক, সামসুদ্দোহা, মুকুল চৌধুরী, নওয়াব আলী প্রমুখ রেলওয়ের শ্রমিকদের আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন বিশিষ্ট প্রগতিশীল ব্যবসায়ী ও আমৃত্যু সমাজতন্ত্রী ওয়াহিদুল হায়দার চৌধুরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়- বুয়েট-মেডিকেল কলেজ, তৃতীয়- চতুর্থ শ্রেণির শ্রমিক-কর্মচারীদের সংগঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নুরুল ইসলাম (নোয়াখালী) আলমগীর কবীর ও ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম গুরুত্বপূর্ণ অবদান ও ভূমিকা রেখেছেন। অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছেন ওয়াপদার কর্মচারি ইউনিয়নের সিবিএ হিসাবে আবদুস সালাম ও মুহিবুলাহ। আহসান উলাহ, তপন দত্ত প্রমুখেরা চট্টগ্রামে পাটকল- চটকল, চা শ্রমিকদের মধ্যে গণ অভ্যুত্থান থেকে আজ পর্যন্ত যুক্ত আছেন। গণজাগরণ ও গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান শক্তি বস্তিবাসী ও রিক্সাওয়ালাদের মধ্যে এ সময়ে গড়ে ওঠে শক্তিশালী বস্তি সংগঠন ও রিক্সা শ্রমিক ইউনিয়ন। বস্তিসংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন হাতিরপুলের কুতুব, গেণ্ডারিয়ার মনসুর, মুনীরুজ্জামান (বেতিয়ারা শহীদ) প্রমুখেরা।

রিক্সাওয়ালারা দলে দলে আসতে থাকলেন গণঅভ্যুত্থানের নেতা নেত্রী কর্মীদের কাছে। তারা ছাত্রনেত্রী মালেকা বেগমকে নেত্রী হিসেবে ঢাকা মহানগর রিক্সাশ্রমিক ইউনিয়নের সম্মেলনে সভাপতি নির্বাচিত করেন।

দু'চারদিন পর থেকে দেখা গেল যে ঢাকা শহরের অধিকাংশ রিক্সার পেছনে অলংকৃত পশুপাখীর সাথে তীরবিদ্ধ হৃদয়ের ছবি যাতে লেখা ছিল রিক্সা ইউনিয়ন সভাপতি হিসাবে মালেকা বেগমের নাম।

উপরোক্ত শ্রমিকদের মধ্যে আত্মনিবেদিত কর্মরতদের নিয়ে উনসত্তরের সংগ্রাম-অভ্যুত্থানের নায়কদের একাংশকে নিয়ে গড়ে ওঠে ন্যাপ নেতা ও শ্রমিক নেতা চৌধুরী হারুনর রশীদ ও সাইফউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র-যা শ্রমজীবিদের স্বার্থরক্ষাসহ জাতীয় ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

শ্রমিক নেতা সুনীল রায়ের অবদানও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। ইতোপূর্বে বলা হয়েছে সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে মহিলা পরিষদ নাম ধারণ করে নারী অধিকার মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সর্ববৃহৎ সংগঠন গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে কবি সুফিয়া কামালের সাথে মূল সংগঠক হিসাবে পর্যায়ক্রমে মালেকা বেগম, বেলা নবী, আয়েশা খানম, মুনীরা বেগম, নারগিস রত্না, ফৌজিয়া মোসলেম, রেখা, রাখী দাশ পুরকায়স্থ, সীমা মোছলেম, ডাঃ মালেকা প্রমুখরা পর্যায়ক্রমে অবদান রেখে চলেছেন। বেগম জোহরা তাজউদ্দিন নারী আন্দোলনের ক্ষেত্রে, মহিলা পরিষদের নানা উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন স্বাধীনতার পূর্বে ও পরে কিছুকাল।

পাশাপাশি গড়ে ওঠে গ্রামীণ জনপদে কৃষক আন্দোলনের নবতর সংগ্রামী এক অধ্যায়।

কৃষক নেতা জীতেন ঘোষ, হাতেম আলী, আজিজুল ইসলাম খান, ফজলুল হক খোন্দকার, সামসুল হক, আবদুল হাই, ফয়েজ মাষ্টার, নুরুল রহমান, আনোয়ার আলী চৌধুরী, ডাঃ চিত্ত সাহা (মানিকগঞ্জ) কাজী আবদুল বারী (কিশোরগঞ্জ) সিরাজুল হক-মনীন্দ্র গোস্বামী- সুন্দর আলী (গাজীপুর) মোঃ ইদ্রিস (কক্সবাজার) ছয়ের উদ্দিন- জিতেন দত্ত (রংপুর) তসির উদ্দিন (ঠাকুরগাঁও), রবি নিয়োগী (শেরপুর) মোয়াজ্জেম হোসেন (জামালপুর) রঞ্জু (গাইবান্ধা) সহ এক বিরাট কর্মীবাহিনী।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না- বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম তথা মুক্তিযুদ্ধের বিজয় ও স্বাধীনতার জন্য দুই দশকের বেশী কালপর্বের আন্দোলন- সংগ্রামের প্রধান সঞ্জীবনী মন্ত্র ছিল সংস্কৃতি তথা এক অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলন। পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল পাঞ্জাবী শাসক- শোষক চক্র বাঙালিসহ সকল জাতি সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য- বৈচিত্র্য- ঐতিহ্য- ইতিহাস কাটছাঁট করে কৃত্রিম পাকিস্তানি জাতি বানাতে গিয়ে পবিত্র ধর্মকে বঞ্চনা-বৈষম্য- অবিচারের ধর্ম বানিয়েছিলেন এবং প্রতিনিয়ত বাঙালিসহ দেশবাসীর ভাষা- বর্ণ- অক্ষর- সংস্কৃতি- ইতিহাস- ঐতিহ্যকে আক্রমণের লক্ষবস্তুতে পরিণত করেছিলেন। তাই সংস্কৃতিসহ আত্মপরিচয় সুরক্ষার প্রতিবাদী- প্রতিরোধী আন্দোলনযজ্ঞ অব্যাহত থাকে পাকিস্তানের জন্ম থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান পর্যন্ত। ফলে সংস্কৃতি- সম্পৃক্ত এক উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় মুক্তির গণসংগ্রাম বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশ-দুনিয়ার মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।

বাংলা বর্ণ- অক্ষরসহ ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, নাটক, চিরায়ত লোক সংগীতসহ লোকসংস্কৃতি পাক শাসক চক্রের আক্রমণের কেন্দ্র বিন্দু হয়ে উঠে, রবীন্দ্রনাথকে নির্বাসন, নজরুলকে খণ্ডিতকরণ, বাংলা ভাষা- সংস্কৃতিকে তথাকথিত ধর্মীয়করণ- পাকিস্তানিকরণের মারমুখী লাগাতার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় পরিচয়- অস্তিত্ব-আত্মরক্ষার এক অবিচ্ছেদ্য ও অনিবার্য জাতীয় মুক্তির জাগরণধর্মী জাতীয় উত্থান ঘটায়। যদিও আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক- জাতিগত শোষণ-বঞ্চনা- নিপীড়ন- লাঞ্ছনা, অনাদর- অবহেলার যোগফল হয়ে ওঠে জাতীয় মুক্তির এই মহাসংগ্রাম।

লক্ষ্য করুন, প্রথম রাষ্ট্র ভাষা-শহীদের নামে কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরীর কবিতার পঙ্‌ক্তি 'আমি ওদের ফাঁসীর দাবি জানাতে এসেছি', এ কবিতা চট্টগ্রাম লালদীঘির মাঠে ৫২ সনে আবৃত্তির জন্য বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা (পরবর্তীতে ন্যাপ নেতা) চৌধুরী হারুনর রশিদকে গ্রেফতার করা হয় এবং কারাদণ্ড হয়।

কবি আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর কবিতা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' এবং সুরকার-সংগীতজ্ঞ আলতাফ মাহমুদের সুরে আক্রান্ত জাতির রক্তক্ষরিত আর্তি শুধু বাঙালির নয়- বিশ্বমানবতার মাতৃভাষার মৃত্যুঞ্জয়ী বিশ্ববাণী হয়ে উঠেছে। শাসকচক্রের রবীন্দ্র নির্বাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্র শত বার্ষিকীর প্রতিবাদী- প্রতিরোধী অনুষ্ঠানমালা গণজাগরণের হাতিয়ার হয়ে উঠে। 'তাসের দেশ', 'চন্ডালিকা' 'রক্তকরবী' 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য মঞ্চায়ন এবং রবীন্দ্র সংগীত জাতীয় জাগরণের অবিনাশী মর্মবাণীতে পরিণত হয়। ধর্মভিত্তিক নববর্ষ নয়, কৃষিসহ বাঙালি সংস্কৃতির বর্ষবরণ পহেলা বৈশাখ (জাতিসত্তা সমূহের বৈসাবি উৎসবসহ) আত্মনিয়ন্ত্রণের অন্তঃশীলা মহাপ্রবাহ অন্যতম চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়। পাশাপাশি গণনাট্য সংঘের গণজাগরণী গণসংগীত- লোকগীতি এবং নাটকের মঞ্চায়ন ও অনুশীলন, জীবনমুখী ও স্বদেশ সাধনায় মুকুন্দরাম, কবিগানে রমেশ শীল- ফণি বড়ুয়াদের ভূমিকা এবং জারী শারী, ভাটিয়ালী, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া , মুর্শিদী, লালনগীতি, হাসনরাজা ও রাধারমণের সাধনা- সংগীত জাতীয় আত্মপরিচয়ের ভিত্তিকে মজবুত করে।

সম্পূরক অবদান রাখে চিত্র- কলা শিল্পীরা। তারা ভাষা- সংস্কৃতি-স্বাধিকার- স্বাধীনতা- মানবিকতার পক্ষে সমগ্র পাকিস্তানি আমলটিতে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন- সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে। বিশিষ্ট শিল্পীরা ঐতিহ্য- জাগানিয়া আলপনা, শৈল্পিক পোস্টার, ফেস্টুন, ব্যানার চিত্র, কার্টুন ও চিত্র শিল্পের মধ্য দিয়ে গণসংগ্রাম ও উচ্চতর উদ্দীপক মানবমুক্তির সংগ্রাম উপস্থাপন করে এসেছেন। (চলবে)

> উনসত্তর- সত্তর- একাত্তরের সূচনাকাল পর্বটি ছিল সমাজদেহের তোলপাড় পর্ব। এই দুর্বার গণকম্পন ভূমিকম্পের মতো দেশবাসীর ব্যাপকতর অংশকে তীব্র নাড়া দেয়- ঝাঁকি দেয়। এ যেন বিসুভিয়াসের অগ্নিময় লাভা উদগীরণ। আলোড়িত গণচিত্তে সমাজদেহে বেজে উঠে বিদ্রোহ- বিপবের সংকেতধ্বনি। আত্মপরিচয়, ঐতিহ্য, অস্তিত্ব, আত্মনিয়ন্ত্রণের এক আখেরী আহবান যেন। জেগে উঠো, জোট বাঁধো, আঘাত হানো, শেকল ভাঙো, কায়েম করো জাতি ও জনগণের রাষ্ট্র। এতো বড় গণজাগরণ-গণ অভ্যুত্থান- গণবিস্ফোরণের অধ্যায় অতীতে আর কখনও এভাবে দেখা দেয়নি পূর্ব বাংলার জনগণের জীবনে। জাগরণধর্মী গণছাত্র আন্দোলন জাতীয়তাবাদী ছয় দফাকে যুক্ত করে সমাজ বদলের লক্ষ্যাভিসারী ১১ দফার ভিত্তিতে প্রকৃত গণঅভ্যুত্থানের তরঙ্গমালায় আলোড়িত আন্দোলিত করে সমগ্র দেশবাসীকে। আসাদের রক্তমাখা শার্ট, মতিউরের লাশ নিয়ে শ্রমিকরা শরিক হয় গণঅভ্যুত্থানে। ১১ দফার পাটকল, সুতাকল-বৃহৎ শিল্প কারখানা জাতীয়করণের দাবি ও ন্যায্য মজুরীর দাবিতে তারা স্বতঃস্ফুর্তভাবে নেমে পড়ে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতনের চিত্র ২০১৫

॥ গত সংখ্যার পর ॥

হামলা, লুটপাট, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও জবরদখলের কারণে নিরাপত্তাহীন অসহায় সংখ্যালঘুরা বাপ-দাদাদের জন্মভিটা ছেড়ে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, রাষ্ট্র এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে কখনও দেখছে না। বরং কখনও কখনও রাষ্ট্রের মন্ত্রী, সাংসদ, জনপ্রতিনিধি বা তাদের সাঙ্গপাঙ্গদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় এই হামলার খবর প্রকাশিত হলেও কোনোটির আজ পর্যন্ত বিচার হয়নি বরং হয়রানির মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক দল যখনই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে তাদের যেন এই জায়গাটিতে একটি দৃশ্যমান মিল পরিলক্ষিত হয়। একদিকে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা ও নির্যাতনের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অন্যদিকে এই সব হামলা ও নির্যাতনের বিচার হচ্ছে না। এ ধরনের ঘটনার বিচারের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা ও ক্ষেত্র বিশেষে বিচারহীনতা এই সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলেছে। সরকারদলীয় কেউ এসব অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকলে সেক্ষেত্রে বিচারের প্রত্যাশা আরও ক্ষীণ। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উলেখ করা যেতে পারে।

২৮ অক্টোবর ২০১৫ বুধবার রাতে চাঁদা না দেওয়ার 'অপরাধে' ফেনী সদর উপজেলার পাঁচগাছিয়া ইউনিয়নের মাথিয়ারা জেলেপাড়ায় হামলা চালায় আওয়ামী লীগ দলীয় ক্যাডাররা। তাদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তঃসত্ত্বা গৃহবধূ ও পেটের সন্তান। তার পেটে উপর্যুপরি লাথির চোটে ঘটনাস্থলেই মৃত বাচ্চা প্রসব করেন তিনি। পৃথিবীর আলো দেখার আগেই জীবন প্রদীপ নিভে যায় শিশুটির। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও মারধরে গুরুতর আহত গৃহবধূ তুলসী রানী দাসকে আশংকাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ঘটনায় আহত হয় আরও ২০ জন। তাদের মধ্যে কয়েকজন হলেন- আলোরানী দাস, জহরলাল দাস, শোভারানী দাস, বিকাশ, শুকদেব দাস ও পরিমল দাস। প্রায় ২২-২৫ জনের হামলাকারী দলটি জেলেপাড়ার ঘরবাড়িগুলোতে আচমকা ভাঙচুর ও লুটপাট শুরু করে। প্রতিবন্ধী স্বপন দাসের দোকানের মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় তারা। এ সময় তাদের ঠেকাতে পাড়ার লোকজন এগিয়ে এলে ক্যাডাররা নিরীহ সংখ্যালঘুদের মারধর শুরু করে। হামলাকারীদের হাত থেকে আহত রবীন্দ্র দাসকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন তার ৭ মাসের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী তুলসী রানী দাস। এ সময় হামলাকারীরা তুলসীর তলপেটে ও কোমরে উপর্যুপরি লাথি মারে। লাঠি দিয়েও তাকে মারধর করে। মুহূর্তেই রক্তক্ষরণ শুরু হয় তার। কিছুক্ষণ পর ঘটনাস্থলে মৃত সন্তান প্রসব করেন তিনি। পরদিন সকালে আহত তুলসীকে ফেনী সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে প্রায় অর্ধশত পরিবার বাড়িঘর ছেড়ে নৌকায় ছোট ফেনী নদীতে আশ্রয় নেন। পরে রাত সাড়ে ৯টায় পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে জেলে পরিবারগুলো নদী থেকে বাড়ি ফিরে আসে। আর আহতরা রাতে পুলিশের সহযোগিতায় ফেনী সদর হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা নেন। এই ঘটনার কোনো বিচার এখনও হয় নি।

সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিপীড়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছে সন্ত্রাসীরা। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উলেখ করা যেতে পারে। চাঁদা না পেয়ে ৯ ডিসেম্বর ২০১৫, বুধবার মধ্যরাতে ফেনী সদর উপজেলার ধলিয়ার পালপাড়ায় হামলা ও অগ্নিসংযোগ করে স্থানীয় যুবলীগ ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা। এতে আহত হয় ৮ জন। ধলিয়া ইউনিয়নের বালুয়া চৌমুহনীর পালপাড়া গ্রামের গোপাল পালের বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে চাঁদা দাবি করে আসছিল এই ছাত্রলীগ ও যুবলীগের ক্যাডাররা। ৮ ডিসেম্বর মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ৭-৮ জন সহযোগী নিয়ে গোপাল পালের বাড়িতে হামলা করে এবং দেশীয় বন্দুক ঠেকিয়ে হুমকি দেয়। বাড়ির লোকেরা বাধা দিলে উক্ত ছাত্রলীগ নেতার পিতা স্থানীয় ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি তার সহযোগীদের নিয়ে দেশীয় বন্দুক, কিরিচ ও রামদা নিয়ে তাদের ওপর আরেক দফা হামলা করে। বিমল পাল ও গোপালসহ ৮জন আহত হয়। ৯ ডিসেম্বর বুধবার বিকেলে ফেনী মডেল থানায় মামলা করা হলে সন্ত্রাসীরা বুধবার মধ্যরাতে আবারও সশস্ত্র অবস্থায় হাজির হয়ে মামলা প্রত্যাহারের জন্য চাপ দেয়। এ সময় তারা বাড়ির আঙিনায় ৪টি খড়ের গাদায় আগুন দেয়। এরপর আতঙ্কে পালাপাড়ার কয়েকটি বাড়ির লোকজন পালিয়ে যায়।

অন্যদিকে সংখ্যালঘুদের দায়ের করা অভিযোগ মামলা আকারে গ্রহণ করতে থানা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্তরা অনেক ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেন না এমন অভিযোগও বিস্তর রয়েছে। গত ডিসেম্বরে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে পটুয়াখালীতে। পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার আলীপুর গ্রামের ২টি সংখ্যালঘু পরিবারের ১২জন সদস্যকে হত্যার হুমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করেছে এক প্রভাবশালী। সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে উক্ত ২ পরিবারের মধ্যে ১টি পরিবারের প্রধানকে গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৫ অপহরণ করে তারা। পরিবারের সদস্যরা অপহরণ মামলা করতে গেলে কলাপাড়া থানার পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মামলা নেয় নি। এরপর ভুক্তভোগী পরিবার উক্ত দখলদারদের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে মামলা করলে আদালত অভিযুক্তদের তলব করেন। এর পর থেকেই প্রভাবশালী মহল উক্ত পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দিয়ে আসছে। এভাবে প্রভাবশালীরা সারাদেশে হিন্দুদের ভিটেমাটি দখল করে তাদের নিঃস্ব করছে। বাধ্য হয়ে হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করছে। এসকল প্রভাবশালীদের মদদ দিচ্ছে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। এই ঘটনায় ওসি অপহরণের মামলা না নেয়ার বিষয়টি প্রমাণ করে যে এসকল ভূমিদস্যুকে প্রশাসন কোন না কোনভাবে সহায়তা করছে। বেশিরভাগ ভূমিদস্যুই ক্ষমতাসীন দলের। তারা হিন্দুদের সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয় ও ক্ষমতাকে ব্যবহার করে। এদের ক্ষমতা এবং দাপটের কাছে অসহায় হয়ে ভিটেমাটি ছাড়তে বাধ্য হয় হিন্দু পরিবারগুলো। যারা এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে, তারা নিজেরাই উল্টো অত্যাচারীদের মদদ দেয়। প্রায়ই বিভিন্ন পত্রিকায় এ ধরনের খবর পাওয়া যায়। ভূমিদস্যু এবং দখলবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার খবর সেই তুলনায় নেই বললেই চলে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেয়ার ফলে দখলবাজি আরও বেড়ে যায়। যদি একের পর এক হিন্দুদের ভিটেমাটি দখল করে ঘরছাড়া করা হয় তাহলে এক সময় দেশে হিন্দু সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

সংখ্যালঘুর সম্পত্তি দখলের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সহযোগিতার আরও ১টি অভিযোগ উঠেছে দিনাজপুরের পার্বতীপুরে। সেখানে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ৫৫ হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের তৎপরতা বন্ধের দাবিতে গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫, মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে করে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা। ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর পক্ষ থেকে বলা হয়, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ভূমিদস্যুরা ৫৫টি সংখ্যালঘু পরিবারের সম্পত্তি দখলের জন্য তাদের ওপর নানা উপায়ে নির্যাতন চালাচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য থেকে জানা যায়, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরের চন্ডিপুর ইউনিয়নে ৭ পুরুষ ধরে পরিবারগুলো বাস করে আসছে। তাদের জমির পরিমাণ প্রায় সাড়ে ২৫ একর। এ জমিতে বসতভিটা ছাড়াও রয়েছে আবাদি জমি ও মন্দির। ভূমিদস্যুরা ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে ও সন্ত্রাসী দিয়ে হয়রানি, মারধরের মাধ্যমে তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করার চেষ্টা করছে। সংখ্যালঘু হওয়ার সুযোগে তাদের পুড়িয়ে হত্যা, স্ত্রী-মেয়েদের ধর্ষণ ও দেশ থেকে তাড়ানোর হুমকি দিচ্ছে। তাদের ভয়ে সংখ্যালঘুরা পালিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রশাসন তাদের কোনো সহায়তা করছে না। যদি কোনো সমাধান না হয় তাহলে তাদের আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না বলে জানান তারা।

এ জাতীয় আরেকটি ঘটনার উলেখ করতে চাই যেটি ঘটেছে নওগাঁর মহাদেবপুরে। সেখানে উপজেলা ভূমি অফিসের কর্মকর্তাদের চাহিদামত ঘুষ দিতে না পারায় এক সংখ্যালঘুর ৩২ বছর ধরে দখলে থাকা সম্পত্তি অন্যের নামে লিজ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। ভিপি সম্পত্তি লিজের ক্ষেত্রে লিজ গ্রহীতার অগ্রাধিকারের বিধান থাকলেও এ ক্ষেত্রে সে বিধান মানা হয়নি বলেও অভিযোগ করা হয়। এদিকে নতুন লিজ গ্রহীতা জমি দখল নিয়ে উক্ত সংখ্যালঘু পরিবারটিকে বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্র করছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে আসছে। এছাড়া প্রায় ৫শত হিন্দু পরিবারের উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উঠেছে গোপালগঞ্জের মাহমুদপুরের মাতবর এ্যাগ্রো ফিশারিজের বিরুদ্ধে। গোপালগঞ্জে হিন্দু অধ্যুষিত মাহমুদপুর বিলে জোর করে মৎস্য প্রকল্প করার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের উচ্ছেদের চেষ্টা করছে উক্ত এ্যাগ্রো ফিশারিজ। এখানে এ প্রকল্প হলে গ্রামের অন্তত ৫ শ' হিন্দু কৃষি পরিবার তাদের পেশা হারাবেন। গ্রামের হিন্দুদের জমি ফিশারিজের কাছে নামমাত্র মূল্যে বিক্রি করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। ২০১৫ সালে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ২৪ জন হত্যার শিকার হয়েছেন। বিভিন্ন ঘটনায় আহত হয়েছেন ২৩৯জন। গুরুতর হামলার শিকার হয়েছেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ফরিদপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক অলোক সেন। ২৪ নভেম্বর ২০১৫ তাকে ফরিদপুর শহরের নিজ বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর আহত করে কতিপয় মুখোশধারী সন্ত্রাসী। অলোক সেন ফরিদপুরের ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার রক্ষায় সোচ্চার ছিলেন। এছাড়া ৫ অক্টোবর ২০১৫ সকালে বাসায় ঢুকে পাবনার ঈশ্বরদীর ফেইথ বাইবেল চার্চের যাজক লুক সরকারকে গলা কেটে হত্যার চেষ্টা করে তিন যুবক। বেশ কয়েকজন যাজককে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। রংপুরের ১জন খ্রিস্টান ফাদার ও বিভিন্ন চার্চে কর্মরত আরও ৯জন পাদ্রিকে ডাকযোগে পাঠানো চিঠির মারফত হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। বাংলাদেশ আঞ্চলিক ব্যাপ্টিষ্ট চার্চ রংপুরের পালক প্রধানের নামে হত্যার হুমকি সংবলিত চিঠি আসে গত ২৫ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে। এ ছাড়াও দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ক্যাথলিক মিশনের ফাদারকে হত্যার হুমকি দেয় দুর্বৃত্তরা। খুলনাতেও খ্রিস্টান ধর্মীয় যাজকদের উপর হত্যার হুমকি আসে এ মাসে। ২৭ নভেম্বর ২০১৫ দুপুরে মোবাইল ফোন মারফৎ বাংলাদেশ ইন্টারচার্চ পাস্টরস এন্ড লিডারস ফেলোশিপের খুলনা বিভাগের নির্বাহী সচিব এবং চার্চ অব গড এর বাংলাদেশ প্রধানসহ খুলনা বিভাগ ক্যাথলিক চার্চের বিশপকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এ বছর মোট ৫২টি হত্যার হুমকির খবর জানা গেছে। শুধু ডিসেম্বরে বড়দিন উদযাপনের পূর্বে দুইজন খ্রিস্টান ধর্মযাজকসহ সারাদেশে ৩৭জন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীকে হত্যার হুমকি আসে।

গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগের নেতৃত্বে সকল হিন্দু সংগঠন নিষিদ্ধের দাবি এবং তার প্রেক্ষিতে অসাম্প্রদায়িক আওয়ামী লীগের কঠোর প্রতিক্রিয়ার অনুপস্থিতি এদেশের হিন্দুদের মধ্যে সংশয়ের জন্ম দেয়। ১৯ ডিসেম্বর ২০১৫ শনিবার বাংলাদেশ আওয়ামী ওলামা লীগ ও সমমনা ১৩টি সংগঠন বাংলাদেশের সকল হিন্দু সংগঠন নিষিদ্ধের দাবিসহ ১০ দফা দাবিতে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন করে। এসব দাবির মধ্যে ছিল সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ থেকে বহিস্কার, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ নিষিদ্ধ ঘোষণা, জাগো হিন্দু পরিষদ, ইসকন, হিন্দু মহাজোট, বেদান্ত সাংস্কৃতিক মঞ্চ, সনাতন মৈত্রী সংঘ, আর্য সমাজের কর্মকান্ড বন্ধ ঘোষণার দাবি প্রভৃতি।

আমরা চাই একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিক সমান সুযোগ সুবিধা পাবে। ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি, গোষ্ঠী, বা সম্প্রদায় যাই হোক না কেন, আইন যেমন সবার জন্য সমান হবে, রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, বাক-স্বাধীনতা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা, সংগঠন করার স্বাধীনতা, উৎসব করার স্বাধীনতা সবার বেলায় সমান হবে। এখানে কোনো ধরনের বৈষম্য থাকবে না এটাই প্রতিটি নাগরিকের কাম্য। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুর অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকা আশানুরূপ নয়। আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ও সামাজিক অনুশাসনে বহুত্ববাদের (Pluralism) স্বীকৃতি ও চর্চার বিষয়টি বরাবরই উপেক্ষিত হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে এদেশের সংখ্যালঘুরা নিজদেশেই ঐতিহাসিক কাল ধরে বসবাস করা সত্ত্বেও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অবহেলা ও বঞ্চনা শিকার হচ্ছেন।

তাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। প্রতিনিয়ত তাদেরকে নিজেদের আবাস থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে। এথনিক ক্লিনজিং-এর যে চর্চা দূর অতীত থেকে এই ভূখণ্ডে চলে এসেছে আজও তা অব্যাহত রয়েছে। এদেশে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী কালক্রমে আজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছেন। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলো কর্তৃক ধর্মকে ক্রমবর্ধমান রাজনীতিকীকরণের ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কার্যত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়েছেন, বেড়েছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অসহিষ্ণুতা। রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম-এর ধারণা ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চাকে অকার্যকর করেছে, প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীগুলো হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সংখ্যালঘুদেরকে হত্যা ও সম্পত্তি দখল, মন্দির, প্রতিমা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, গ্রন্থ প্রভৃতি ধ্বংস করে এ প্রক্রিয়াকে সহায়তা জোগাচ্ছে। আমরা চাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্র হবে আরও মানবিক। সকল সম্প্রদায়ের ও ধর্মীয় মতাদর্শের জনগোষ্ঠীর সমঅধিকার নিশ্চিত করে একটি অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হবে আজকের বাংলাদেশ। (সমাপ্ত)

দরিদ্র-আদিবাসীদের অধিকার রক্ষায় দিনাজপুর-জয়পুরহাটে প্রকল্প গ্রহণ

রতন সিং, দিনাজপুর: অতি দরিদ্র ও আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় দিনাজপুর ও জয়পুরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় ৪ বছর মেয়াদী প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

দিনাজপুর প্রেসক্লাবে সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচিতে অতিদরিদ্র ও আদিবাসীদের অধিকার ও অভিগম্যতা প্রতিষ্ঠাকরণ প্রকল্প সম্পর্কে গণমাধ্যম কর্মীদের অবহিত করা হয়। দিনাজপুর জেলার সদর, ফুলবাড়ী ও বিরামপুর উপজেলা এবং জয়পুরহাট জেলার সদর ও পাঁচবিবি উপজেলার ৫টি পৌর ও ৪১টি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় ৪ বছর মেয়াদী এই প্রকল্পের কার্যক্রমের বিবরণ তুলে ধরে বলা হয়, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অতি দরিদ্র ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রবেশাধিকার ত্বরান্বিত করাই হচ্ছে প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। প্রকৃত জনগোষ্ঠীর সদস্যরা যেন সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির সুবিধাগুলো ভোগ করেন সে জন্যই ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি আদিবাসীদের স্থানীয় সংগঠনগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন ৪ বছর মেয়াদী প্রকল্পে ১৬ লাখ ৫৭ হাজার ইউরো অর্থ সাহায্য হিসেবে যোগান দিচ্ছে। ৫টি উপজেলার ২ লাখ ৭৮ হাজার ৬৬৮ জন অতি দরিদ্র মানুষের মাঝে এই প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এর মধ্যে আদিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। উন্নয়ন সহযোগী সংগঠন ওয়ার্ল্ড ভিশন, পলীশ্রী ও পুমডো প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছেন।

দিনাজপুর প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক গোলাম নবী দুলালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন প্রকল্পের ব্যবস্থাপক ওয়ার্ল্ড ভিশনের মোঃ ইউসুফ আলী। বক্তব্য রাখেন পলীশ্রীর নির্বাহী পরিচালক পৃষ্ঠা ২

ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রতিবেদনের পূর্ণ বিবরণ

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সার্জিকেয়ার ক্লিনিক এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মালিক ডাঃ বিজয় কৃষ্ণ হালদার, তার মা, স্ত্রী যিনি সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজের উপাধ্যক্ষ এবং তার কলেজ পড়ুয়া কন্যা গত ২১ মার্চ অপহৃত হন। এদিন গভীর রাতে স্থানীয় একটি প্রভাবশালী মহল ক্লিনিকে ঢুকে তাদেরকে প্রথমে মারপিট করে। পরে চোখ ও হাত-পা বেঁধে শহরতলীর একটি নির্জন বাড়িতে রেখে আসে। এরপর তারা ক্লিনিকসহ ভবনের সম্পূর্ণ মালিকানা দাবি করে সম্পূর্ণ দখল করে নেয়। ঘটনাটি জানাজানি হলে ডাঃ বিজয় ও তার পরিবারকে স্থানীয় লোকজন উদ্ধার করে তার আত্মীয়ের বাসায় পৌছে দেয়।

হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে ভারতে যেতে বাধ্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতা : খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক গাজী আবদুল হাদীর বিরুদ্ধে ডুমুরিয়া উপজেলার রুদাঘরা ইউনিয়নের হিন্দুদের সহায়-সম্পত্তি দখল করে রাতের আঁধারে ভারতে যেতে বাধ্য করার অভিযোগ করেছেন উপজেলার ৯টি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের সমর্থিত নবনির্বাচিত চেয়ারম্যানেরা। ৪ এপ্রিল ২০১৬ খুলনা প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নয়জন চেয়ারম্যান গাজী আবদুল হাদী এবং আওয়ামী লীগ খুলনা জেলা শাখার তথ্য ও গবেষণা সম্পাদকসহ চারজনের নামে আরও বিভিন্ন অভিযোগ তুলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়ার দাবি জানান। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক গাজী আবদুল হাদী উপজেলা চেয়ারম্যান থাকাকালে রুদাঘরার হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষ তার কাছে সাহায্যের জন্যে গিয়েছিল। তিনি তাদের নিরাপদে ভারতে পৌঁছে দেয়া এবং তাদের অর্থ-সম্পদ পাঠিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমি, জায়গা লিখে নেন। এরপর তারা টাকা দাবি করলে রাতের অন্ধকারে ভারতে চলে যেতে বাধ্য করেন। ভারতে চলে যাওয়া এ রকম পরিবারের অন্যতম দুজন মধুগ্রামের কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য ও ভুপিন্দুর কুন্ডুর নাম উলেখ করে বলা হয় তাদের সম্পত্তিতে এখন হাদীর ভ্রাতুষ্পুত্র তৌহিদুজ্জামান বাস করছেন। একইভাবে নিমাই চন্দ্র সাহার জমি দলিল করে নিয়ে হাদী টাকা দিচ্ছেন না। নিমাইর ওয়ারিশনরা টাকা পাবার জন্যে এখন নানা জায়গায় অভিযোগ জানিয়ে বেড়াচ্ছেন।

গত মাসে টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুরে না জানিয়ে জমি বিক্রির অপরাধে এক সংখ্যালঘুর দোকানে তালা দিয়েছে যুবলীগের নামধারী সন্ত্রাসীরা। না জানিয়ে জমি বিক্রির অপরাধে তারা ওই নিরীহ পরিবারের দোকানঘরে তালা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে। ভুক্তভোগী পরিবারটি ওই সন্ত্রাসীদের ভয়ে আইনি ব্যবস্থা নিতে ভয় পাচ্ছেন বলে জানা গেছে। এছাড়া পরিবারের সদস্যদের নানাভাবে হুমকি ও ভয়ভীতি দেখানো হচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলার বুড়ুলিয়ায় এক সংখ্যালঘু পরিবারের পৈতৃক সম্পত্তি জবরদখলের চেষ্টার অভিযোগ পাওয়া গেছে। জানা যায়, উপজেলার বুড়ুলিয়া গ্রামের গোবিন্দ সিংহের ৫৩ শতক জমি দখলের উদ্দেশ্যে গত ৫ মার্চ ২০১৬ হান্নান সরদার, কামরুল সরদার, রবিউল সরদার, ইসরাফিল সরদার ও তার দলবল উক্ত জমিতে একটি টিনের ছাউনি নির্মাণ করে। পরবর্তীতে ৯ মার্চ হান্নান গং নিজেরাই উক্ত টিনের ছাউনি ভেঙে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভাঙচুর ও ছিনতাইয়ের নাটক সাজিয়ে ১০ জনের নামে থানায় অভিযোগ দায়ের করে। বর্তমানে দখলদার বাহিনী উক্ত হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের জন্য বিভিন্ন প্রকার হুমকি-ধামকি অব্যাহত রেখেছে।

গত ৬ মার্চ ২০১৬ চাঁদা না দেওয়ায় মৌলভীবাজারের বড়লেখার খাসিয়াপুঞ্জির ২ হাজার পান গাছ কেটে ফেলে সন্ত্রাসীরা। এতে গাঙ্গাই পানপুঞ্জির জুমের প্রায় ২০ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়। এই ঘটনায় পুঞ্জির ৮টি খাসিয়া পরিবার অসহায় হয়ে পড়েছে।

লালমনিরহাট জেলায় জমিসংক্রান্ত পূর্ব শত্রুতার জেরে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে এক আদিবাসী নারীকে মারাত্মকভাবে আহত করে একটি ভূমিগ্রাসীচক্র। সম্পত্তি দখলের চেষ্টায় গত ১৪ মার্চ ২০১৬ মাথায় কোদাল দিয়ে কোপানো হয় লালমনিরহাট সদরের উত্তর সাপ্টানা কোরবানটারী গ্রামের কৃষক অনিল চন্দ্র রায়ের স্ত্রী অর্চনা রানীকে। মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে প্রথমে লালমনিরহাট সদর হাসপাতালে এবং পরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর আগেও একাধিকবার তাদের উপর হামলা করে আসামীরা। এমনকি উক্ত আসামীর পিতাও জীবিতকালে উক্ত আদিবাসী পরিবারের জমি দখলে নেয়ার চেষ্টায় তাদের উপর হামলা করেছিল।

গত মাসে জামালগঞ্জের সাচনা বাজারে এক হিন্দু পরিবারের বাজারভিটা জোরপূর্বক প্রভাব খাটিয়ে দখল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাজারভিটের এই জায়গা নিয়ে ভিটের মালিক গুণেন্দু রায়ের সাথে দখলদার স্থানীয় বিএনপি নেতা খোরশেদ আলমের মধ্যে জেলা জজ আদালতে মামলা হয়। মামলায় গুণেন্দু রায়ের পক্ষে রায় এলে খোরশেদ আলম উচ্চ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটি এখনো চলমান আছে। মামলা চলাকালীন অবস্থায় বাজারভিটের জায়গা দখল করে নেয় খোরশেদ আলম।

রাজবাড়ীতে অনেক হিন্দু পরিবারের দেশত্যাগ : একটি সন্ত্রাসী চক্রের অত্যাচারে রাজবাড়ী সদর এলাকার বহু হিন্দু পরিবার ইতোমধ্যে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছে। উক্ত সন্ত্রাসী চক্র এলাকার হিন্দু পরিবারগুলোর কাছ থেকে নানা কৌশলে চাঁদা আদায় এবং জমি দখল ও ফসল লুটপাট করে আসছিল। ২৯ ফেব্রুয়ারি রাজবাড়ী জেলা সদরের বৃত্তাহা গ্রামের নিরঞ্জন কুমার চৌধুরীকে হত্যার হুমকিসহ ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে উক্ত চক্রের স্থানীয় প্রভাবশালী এক ভূমিদস্যু। পরিবারটির কাছে এর আগে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে উক্ত প্রভাবশালী ও তার দলবল। তিনি ওই টাকা না দেওয়ায় তারা তার জমির ফসল লুটপাট করে। ওই ঘটনায় তিনি আদালতে মামলা করলে তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে গত ২৯ ফেব্রুয়ারি রাত ৮টার দিকে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাঁর বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করে এবং তাঁর নাম ধরে ডাকাডাকি করে। একপর্যায়ে তিনি ঘরের বাইরে বের হলে তারা তাঁর বুকে ধারালো অস্ত্র ধরে। একই সঙ্গে তারা ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা না দিলে হত্যার হুমকি দেয়। এ সময় তাঁর ছেলে এগিয়ে এসে বাবার জীবন রক্ষায় ২০ হাজার টাকা তাদের হাতে তুলে দেন। আসামিরা ওই টাকা নেওয়ার পর পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে বাকি টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বাকি টাকা না দিলে অপহরণের পর হত্যা ও জোরপূর্বক জমি রেজিস্ট্রি করে নেওয়ার হুমকি দিয়ে চলে যায়।

কয়েকটি অগ্নিসংযোগের ঘটনা : ২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মঙ্গলবার গভীর রাতে নবীগঞ্জের কুর্শি ইউনিয়নের সমরগাঁও গ্রামের ব্যবসায়ী সিতাংশু শেখর দাশের বাড়ির খড়ের ঘরে আগুন দেয় দুর্বৃত্তরা। এতে মুহূর্তের মধ্যে খড়সহ ঘরটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার কচুয়াই ইউনিয়নে সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা করে সন্ত্রাসীরা। এ সময় ধারালো ছুরির আঘাতে ৪ জন আহত হন। নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার ফতুলায় সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মহলা হিসেবে পরিচিত শীষমহল এলাকায় পর পর দুই রাতে চার স্থানে আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটে এ মাসে। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ গভীর রাতে শীষমহল রাধাগোবিন্দ মন্দিরের বাসিন্দা ঝাড়ু ব্যবসায়ী অমরচাঁন দাসের ঝাড়ু তৈরির কারখানায় আগুন লাগিয়ে দেয় দুর্বৃত্তরা। এর আগে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ রাতে দুর্বৃত্তরা আগুন দেয় একই এলাকার দীনেশ চন্দ্র দাসের বারান্দায়। এ দিন রাতে নিতাই চন্দ্র দাসের বাড়ির জানালার পর্দায়ও আগুন দেওয়া হয়। এই ঘটনার ২০ দিন পূর্বে আগুন দেওয়া হয়েছিল বাদল চন্দ্র দাসের ঝাড়ু নির্মাণের স্তূপে। একের পর এক রহস্যজনক এই আগুন দেওয়ার ঘটনায় শীষমহলে বসবাসরত দেড়শ হিন্দু পরিবার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংখ্যালঘু বাড়িতে আক্রমণ : ২২ মার্চ ২০১৬ সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণের বারকোট গ্রামে মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর, নারী ও শিশুকে মারধরের ঘটনা ঘটে। জানা যায়, সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণের বারকোট গ্রামের বাসিন্দা নগেন্দ্র দেবের ছেলে রিপন দেবের সাথে প্রতিবেশি আকবর আলী গংয়ের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ চলছিলো। এ নিয়ে আদালতে মামলাও চলমান রয়েছে। এই বিরোধের জের ধরে ২২ মার্চ ২০১৬ শনিবার বিকেলে দুপক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এরপর রাতে এশার নামাজের পর স্থানীয় মসজিদে আকবর আলীর পক্ষ এ নিয়ে মিটিং করে। মিটিংয়ের পর মাইকে ঘোষণা দিয়ে রিপন দেবের বাড়িতে হামলা চালায় স্থানীয় বাসিন্দারা। তার ঘরে অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর করা হয়। মসজিদের মাইকে হামলার ঘোষণা দেওয়ার পর রিপন দেব ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। এরপর হামলাকারীরা বাড়িতে ঢুকে তাঁর স্ত্রী ও শিশু সন্তানকে মারধর করে। মাইকে হামলার ঘোষণা দেওয়ার পর রিপন দেব মোবাইল ফোনে পুলিশকে এ খবর জানালেও পুলিশ তাৎক্ষণিক কোনো ব্যবস্থা নেয় নি। অপরদিকে আকবর আলী পক্ষের লোকজনের অভিযোগ, রিপন দেব মসজিদের ভেতরে ঢুকে তাদের মারধর করে। এই ঘটনায় এলাকার লোকজন বিক্ষুব্ধ হয়ে তার বাড়িতে হামলা চালায়।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

বিগত ৩ মাসে বেশ কয়েকটি স্থানে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি জবর দখল, দখলের তৎপরতা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

পূর্ব শত্রুতার জের ধরে ১ জানুয়ারি ২০১৬ ভূমিদস্যুরা দিনাজপুর সদর উপজেলার আইহাই গ্রামের কালীমন্দির, শিবমন্দির ও মনসা মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। মন্দির কমিটি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের অভিযোগ, দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি বিরাজ করা সত্ত্বেও প্রশাসনের নিরব ভূমিকার কারণেই ৩টি মন্দিরে এই আগুন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। গাইবান্ধার সাদুল্যাপুর উপজেলার ছোট দৌলতপুর গ্রামের একটি কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে এ মাসে। ২ জানুয়ারি ২০১৬ চাঁদা না পেয়ে দুর্বৃত্তরা প্রথমে সুধীন চন্দ্র শীল নামে একজন ব্যক্তিকে বেঁধে নিয়ে মারধর করে, পরে মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে। ৬ জানুয়ারি ২০১৬ পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার কাশিনাথপুর ইউনিয়নের কার্বারিখোলা সার্বজনীন কালীমন্দিরে দুর্বৃত্তরা পেট্রোল ঢেলে আগুন দেয়। স্থানীয় জনতা নিবিয়ে ফেলার আগেই মন্দিরের অর্ধাংশ পুড়ে যায়। এছাড়া ৩১ জানুয়ারি গৌরনদীতে ১টি কালীমন্দিরে অগ্নিসংযোগ করে দুর্বৃত্তরা।

রাউজানের পশ্চিম গুজরা এলাকায় একটি কালীমন্দির ও হিন্দুদের শ্মশানের জায়গা জবরদখল করার অভিযোগের খবর প্রকাশিত হয়েছে গত ৭ জানুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকে। মন্দির ও শ্মশানের পরিচালনায় থাকা কমিটির পক্ষে অভিযোগ করা হয়েছে মগদাইর গ্রামের প্রভাবশালী চার ব্যক্তি মন্দির ও শ্মশানের জায়গা তাদের দাবি করে এবং হিন্দুদের পূজা অর্চনার মন্দির ও শ্মশান সরিয়ে না নিলে ভেঙে ফেলার হুমকি দেয়। এছাড়া কুমিলায় ঐতিহ্যবাহী জগন্নাথদেবের মন্দির কমপ্লেক্সের ভেতর দিয়ে যানবাহন চলাচলের রাস্তা নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে প্রায় পাঁচশ বছরের ঐতিহ্যবাহী উক্ত মন্দির দখলের পাঁয়তারা চলছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইসকন), বাংলাদেশ। চলাচলের সব ধরনের সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মন্দিরের ভেতর দিয়ে এই রাস্তা নির্মাণ করা বা অন্য রাস্তার সাথে সংযোগকারী রাস্তা তৈরি করার নামে স্বার্থান্বেষী একটি মহলের মন্দিরের জায়গা দখল করার নীলনকশা চলছে বলে গত ২ জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে ইসকন আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়।

গত ফেব্রুয়ারি মাসে ফেনির পরশুরামের বক্সমাহমুদ ইউনিয়নের মুহাম্মদপুর গ্রামে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তার ব্যক্তিগত সুবিধার্থে স্থানীয় হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও শ্মশানের মাঝখান দিয়ে নতুন ভাবে রাস্তা নির্মাণের চেষ্টা করে। সেই লক্ষ্যে স্থানীয় এক ইউপি সদস্যসহ কয়েকজন সন্ত্রাসী হিন্দুদের মন্দিরের বেশ কিছু অংশ ভেঙে ফেলে। তারা জোরপূর্বক রাস্তা নির্মাণের পূর্বের নকশা বাদ দিয়ে মন্দির ও শ্মশানের উপর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করার চেষ্টা করে।

গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ যশোরে সংখ্যালঘু হিন্দুদের শত বছরের দখলে থাকা জমি দখল করে দরজায় ইট গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছে এক পুলিশ সদস্য। তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানসহ বসতবাড়ির মালামাল বের করে জোর করে দখল করে নেয়। ১১ ফেব্রুয়ারি যশোর প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলনে এ বক্তব্য জানান ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডের কুমিরা ইউনিয়নের মগপুকুর এলাকার এক প্রভাবশালী ভূমিদস্যু হিন্দুদের শ্মশান দখলের উদ্দেশ্যে শ্মশানের উপর ঘর তোলার চেষ্টা করে। এতে বাধা দিলে দখলদারদের হামলায় নারী শিশুসহ ১০জন আহত হয়। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ নরসিংদীর রায়পুরা উপজেলার মাহমুদাবাদ নীলকুঠি এলাকার প্রভাবশালী ভূমিদস্যুরা রাতের আধারে দীপক বিশ্বাসের জমিতে জোরপূর্বক ঘর নির্মাণ করে। এতে পরিবারের চলাচলের রাস্তাসহ শ্মশানখোলা যাবার সড়কটি বন্ধ হয়ে যায়।

আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মন্দিরের জায়গা দখল : ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ বাগেরহাটের ফকিরহাটে আদালতের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিটিভি'র কর্মকর্তার প্রভাব খাটিয়ে তার পিতা ও ভাইয়েরা উপজেলার উত্তরপাড়া দোলখোলা পূজা মন্দিরের জায়গা দখল করে নিয়েছে। বন্ধ হয়ে গেছে মন্দিরের পূজার্চনা। প্রতিকার চেয়ে দ্বারে দ্বারে ধরণা দিয়ে বেড়াচ্ছেন মন্দির কর্তৃপক্ষ। মন্দির কমিটি বাহিরদিয়া ও ফকিরহাট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে এবং ৮ ফেব্রুয়ারি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে অভিযোগ দিলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ বিষয়ে মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি বাগেরহাটের অতিরিক্ত নির্বাহী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অভিযোগ দায়ের করলে আদালত জমির উপর নির্মাণ কাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। একই সাথে স্থানীয় তহশীল অফিসকে তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন আদালত। কিন্তু আদালতের আদেশ অমান্য করে পুনরায় প্রভাব খাটিয়ে সন্ত্রাসী বাহিনী নিয়ে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ থেকে পর্যায়ক্রমে মন্দিরের জমির উপর দিয়ে প্রাচীর নির্মাণ করে দখল করে নেয় উক্ত বিটিভি কর্মকর্তার পিতা ও ভাইয়েরা। এ ঘটনায় স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

মন্দিরের জায়গা দখলের চেষ্টা এবং দেয়াল ভাঙার অভিযোগ এনে চট্টগ্রাম মহানগরীর এক ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও আওয়ামী লীগ নেতাকে গ্রেফতার ও তার শাস্তির দাবিতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ মানববন্ধন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে শ্রীশ্রীকৈবল্যধাম মন্দিরের ভক্ত অনুরাগী ও এলাকাবাসী। এ সময় তারা মেয়র ও জেলা প্রশাসক বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেন। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার রংছাতি ইউনিয়নের বেস্তপুর গ্রামের আদিবাসী নির্জলা চিরান কতিপয় ভূমিসন্ত্রাসীর বিরুদ্ধে জোরপূর্বক জমি দখল ও অত্যাচার নির্যাতনের অভিযোগ করে মানবাধিকার কমিশনে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের খবর পেয়ে সন্ত্রাসীরা আদিবাসী পরিবারটির উপর অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত রাখাসহ বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলার মাইজবাগ সাটিহারী গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্মশানের জমিতে মাটি ভরাট করে হাল চাষ ও চুলি-তৈরি করে স্থানীয় এক প্রভাবশালী ও তার লোকজন।

(অসমাপ্ত)

বান্দরবান জেলার ইউপি নির্বাচনে প্রশাসনের যোগসাজশে জাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে
আওয়ামীলীগের ব্যাপক ভোট ডাকাতি এবং লামার গজালিয়ায় জেএসএস ও সিসিপি সদস্যদের
উপর আওয়ামীলীগের হামলার প্রতিবাদে–
বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

বান্দরবানে জনসংহতির বিক্ষোভ মিছিল। ছবি : পরিষদ বার্তা

বান্দরবানে ইউনিয়ন পরিষদে পুনঃনির্বাচন দাবি

অষ্টম পৃষ্ঠার পর

চেয়ারম্যান প্রার্থীরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। তারা বলেন, ক্ষমতাসীনরা পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে শত শত নকল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে নির্বাচনের একদিন আগে তাদের কর্মী ও সমর্থকদের সরবরাহ করে এবং প্রশাসন ও নির্বাচনে সংশিষ্ট কর্মকর্তাদের যোগসাজসে এসব নকল ব্যালট পেপার দিয়ে ব্যাপক জাল ভোট প্রদান করে। ভোট গণনার সময় অধিকাংশ কেন্দ্রে এধরনের নকল ব্যালট পেপার চোখে পড়ে বলে তারা জানান। তাই তারা নকল/জাল ব্যালট পেপার চিহ্নিত ও বাতিল করে পুনঃগণনার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে মৌখিক ও লিখিতভাবে দাবি জানান। কিন্তু সংশিষ্ট প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা তাদের আপত্তি ও আবেদনের প্রতি কর্ণপাত করেননি। তারা এসব নকল/জাল ব্যালট পেপারগুলো বৈধ হিসেবে বিবেচনা করে একতরফা ও অবৈধভাবে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণা করেন। এই নির্বাচন একটি সাজানো ও প্রহসনমূলক নির্বাচন বলে তারা অভিহিত করেন। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীরা বান্দরবান জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোর পুন:নির্বাচন দাবি করেন। তারা পুন:নির্বাচনের দাবিতে নির্বাচন কমিশনের বরাবরে দরখাস্ত পেশ করলেও তাদের আপত্তি ও দাবির প্রতি নির্বাচন কমিশন ছিল একেবারেই উদাসীন ও নির্লিপ্ত।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে জলিমং মারমা বলেন, সমতল অঞ্চলের ইউনিয়ন পরিষদগুলোর নির্বাচন যেভাবে ক্ষমতাসীন দলের কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান, অনিয়ম এবং প্রতিপক্ষ প্রার্থী ও সমর্থকদের উপর হামলার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, ভিন্ন বাস্তবতার আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বেলায় অন্তত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট অনুষ্ঠিত হবে বলে জনসংহতি সমিতি আশা করেছিল। কিন্তু দেখা গেল যে, পাহাড়েও নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন এবং নিরাপত্তা ও আইন-শৃংখলা বাহিনীর ছত্রছায়ায় একই কায়দায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে চরম জালিয়াতির মাধ্যমে জনসংহতি সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জয় ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে পার্বত্যবাসী আগামি নির্বাচনগুলোকে অংশগ্রহণ করবে কিনা সে বিষয়ে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য হবে বলে তিনি জানান।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ক্যবামং মারমা অভিযোগ করেন, তৃতীয় ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের অংশ হিসেবে গত ২৩ এপ্রিল বান্দরবান জেলায় যে ২৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে যা ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী ও কর্মীদের নকল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ব্যাপক জাল ভোট প্রদানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী কাজে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এসব নকল ব্যালট পেপারকে বৈধতা দিয়ে অধিকাংশ ইউনিয়নে ক্ষমতাসীনদের চেয়ারম্যান ও সদস্য পদপ্রার্থীদের অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে শত শত নকল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে কর্মী ও সমর্থকদের সরবরাহ করে এবং ভোট প্রদানের সময় তারা সেসব নকল ব্যালট পেপারও ব্যালট বাক্সে ঢুকিয়ে দিয়ে ব্যাপকভাবে জালিয়াতির আশ্রয় নেয় বলে জানা যায়। সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করা হয়, (১) প্রতিটি কেন্দ্রে চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে কাস্টিং ভোটের চেয়ে কমপক্ষে শতাধিক ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে। যেসব কেন্দ্রে নকল/জাল ব্যালট পেপার সনাক্ত করা গেছে, সেসব ব্যালট পেপারে চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের পক্ষে নৌকা প্রতীকে সীল মারা হয়েছে। (২) নকল ব্যালট পেপারের কাগজের মান, আকার, সীল, কোড নাম্বার, প্রিসাইডিং অফিসারের স্বাক্ষর ইত্যাদি কোনটারই আসল ব্যালটের সাথে একেবারেই মিল নেই। নকল ব্যালট পেপারগুলো আসল ব্যালট পেপার থেকে একটু পাতলা ও আকারে সামান্য ছোট বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও বলা হয়েছে, অনেক কেন্দ্রে ভোট গণনার সময় জাল ব্যালট ধরা পড়লে এবং প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টরা নকল ব্যালট পেপারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টের সাথে কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের তর্ক-বিতর্ক হয়।

আরো আশ্চর্যের বিষয় যে, বিধি মোতাবেক নকল ও জাল ব্যালট নির্বাচন কমিশনে জমা হওয়ার কথা থাকলেও গণনার সময় যে কটি নকল ব্যালট ধরা পড়েছে, সেসব অবৈধ ব্যালট পেপারগুলো গায়েব করা হয়েছে বলে জানা যায়। বান্দরবান পার্বত্য জেলায় যে চারটি ইউনিয়নে জনগণের প্রকৃত রায়কে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে, তাও সচেতন জনতার আন্দোলন-প্রতিবাদের মুখে সম্ভব হয়েছে বলে বলা যেতে পারে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, যেসব ভোট কেন্দ্রে কিছু কিছু নকল ব্যালট পেপার সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো রোয়াংছড়ি উপজেলাধীন ৩নং আলেক্ষ্যং ইউনিয়নে ১নং আলেক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৩টি, ৪নং কচ্ছপতলী জুনিয়র হাই স্কুলে ৭টি, ৫নং কচ্ছপতলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫১টি, ৭নং গুরুক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১২টি, ৮নং হান্টুহ্রী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮৯টি, ৯নং বেক্ষ্যং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬৯টি নকল পেপার চিহ্নিত করা হয়েছে। অপরদিকে ২নং তারাছা ইউনিয়নে ১নং ওয়ার্ডে তংরু পাড়া কেন্দ্রে ৭২টি ও ২নং ওয়ার্ডের ছাইগ্যা পাড়া সরকারি প্রাথমিক কেন্দ্রে ৬২টি নকল ব্যালট পেপার সনাক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ১নং রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের ১নং রোয়াংছড়ি মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কাস্টিং ভোটের চেয়ে ৫০০টির অধিক ভোটের ব্যালট পাওয়া যায় এবং রাত ৯.০০ টার পরও ফলাফল ঘোষণা না করায় চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী অংশৈ মং মারমার (আনারস প্রতীক) কর্মী ও সমর্থকরা বাড়ি ফিরে গেলে প্রশাসন ও নির্বাচনে সংশিষ্ট কর্মকর্তারা ইচ্ছামাফিক ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করেন। এছাড়া বান্দরবান সদর উপজেলার ১নং রাজবিলা ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড ক্যাংড়াছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ৬২ টি জাল ব্যালট পেপার চিহ্নিত করা হয়। চেয়ারম্যান পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী মংপু মারমার (আনারস প্রতীকের) পোলিং এজেন্ট উসুইনু মারমা এসব নকল পেপার বাতিল করার দাবি জানালে কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার তাকে কক্ষ থেকে বের করে দেন এবং জনতা প্রতিবাদ জানালে পরে প্রিজাইডিং অফিসার এ ভোটগুলো বাতিল করতে বাধ্য হন।

রোয়াংছড়ি উপজেলার ৪নং নোয়াপতং ইউনিয়নের ১নং কানাইজো সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২নং অন্তহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩নং গংজক হেডম্যান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪নং নাছালং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৬নং বাঘমারা পূর্ব পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রেও এ ধরনের নকল/জাল ব্যালট পেপার ধরা পড়ে। কিন্তু ২৫টি ইউনিয়নের অধিকাংশ কেন্দ্রে এসব নকল/জাল ব্যালট পেপার প্রতিপক্ষ পোলিং এজেন্টদের ধোঁকা দিয়ে সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা বৈধ বলে ঘোষণা করেন এবং তার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীদের জয়ী ঘোষণার ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন করে থাকেন।

এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের কাজ নির্বিঘ্ন করতে ২৩ এপ্রিল সন্ধ্যায় ভোট গণনার সময় বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ও থানচি উপজেলার বলি পাড়া কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কর্মী ও সমর্থকদের তাড়িয়ে দিতে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা ফাঁকা গুলি ছোড়ে। এতে সুয়ালকে চারজন জুম্ম নারী আহত হয়। সুয়ালকে সন্ত্রাসীরা লাঠিসোটা নিয়ে জুম্মদের উপর হামলা চালানোরও চেষ্টা করে বলে জানা যায়।

এমনি অভিনব কায়দায় জাল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোট কারচুপি করে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে এবং ভোটাধিকারের মতো নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করে চারটি ইউনিয়ন ব্যতীত বাকী সবগুলো ইউনিয়নে ক্ষমতার জোরে অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। নকল ব্যালট পেপারের জাল ভোট প্রদানের এই অভিনব কায়দা দেখে বান্দরবানের আপামর জনগণ হতবাক হয়েছে। এটি একটি সাজানো নির্বাচন। এ নির্বাচন সম্পূর্ণ প্রহসনমূলক ও অবৈধ।

এ প্রেক্ষাপটে বান্দরবান জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে যেসব কেন্দ্রে এ ধরনের নকল/জাল ব্যালট পেপার প্রদান করা হয়েছে সেসব কেন্দ্রের নির্বাচন বাতিল করা এবং সেসব কেন্দ্রে পুনঃনির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নকল/জাল ব্যালট পেপার ছাপিয়ে জাল ভোট প্রদানে যেসব নেতা-কর্মী ও নির্বাচনে সংশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জড়িত তাদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সংগঠনের সমর্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক ধর্মীয় নেতাদের

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ দমনে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন ধর্মীয় নেতারা। তাঁরা বলেছেন, ধর্মকে ব্যবহার করে যারা একের পর এক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যাচ্ছে, তারা কোনোভাবেই ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী নয়। কারণ হত্যা, ধ্বংস, লুটতরাজ, অন্যের সম্পদ বিনষ্ট করা কোনো ধর্মের বিধানের মধ্যে নেই। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে তাই সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

২৮ মার্চ রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের সম্মেলন কক্ষে 'ধর্মীয় সম্প্রীতি সম্মেলন'-এ বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতারা এ আহ্বান জানান। বাংলাদেশ পুলিশ এই সম্মেলনের আয়োজন করে। ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের নেতারা সম্মেলনে অংশ নেন। তারা বলেছেন, এই দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদকে কখনোই ঘাঁটি গাড়তে দেওয়া হবে না।

দেশের বিভিন্ন স্থানে একের পর এক হামলা চালিয়ে ছাত্র, শিক্ষক, প্রকাশক, সংস্কৃতিকর্মীদের হত্যা করা হচ্ছে। দায় স্বীকার করে এসব হত্যাকাণ্ডের অনেকগুলোতেই বিবৃতি দিয়েছে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক জঙ্গিগোষ্ঠী আইএস। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করা হলো।

সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেন, বাংলাদেশে কোনো মসজিদ, কোনো মাদ্রাসায় আইএসের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি। এখানে কিছু আভ্যন্তরীণ জঙ্গি (হোম গ্রোন) আছে। তারা মাঝে মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। কিন্তু এখন তারাও বুঝে গেছে যে এভাবে আর হবে না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ শান্তির দেশ, ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ, এটা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন শান্তি বিনষ্টের জন্য এখানে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। কিছুদিন আগেই অগ্নি-সন্ত্রাস করে মানুষের স্বাভাবিক চলাচল, স্বাভাবিক জীবনে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছিল। সবাই মিলে তা প্রতিরোধ করেছে। এখন মানুষ হত্যা করছে আর নাম দিচ্ছে আইএস। এসব ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) একেএম শহীদুল হক বলেন, 'সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তানে কেন আজ এ অবস্থা কারণ সেখানে ষড়যন্ত্র রয়েছে। আল কায়দা কাদের সৃষ্টি, তা আপনারা ভালো করেই জানেন বোঝেন। ওই সব দেশে তারা যেভাবে এসেছিল, সেভাবে বাংলাদেশে আসতে চায়। এসব বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে।'

শহীদুল হক বলে, 'যারা শুধু দেশ নয়, বিশ্ব নিয়েও চিন্তা করেন, তাঁদের বলব, এখানে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র আছে।...মায়ের চেয়ে মাসির কান্না, মাসির মার বেশি–সেটাও আমরা দেখেছি।'

শোলকিয়া ঈদগাহের ইমাম মাওলানা ফরিদ উদ্দিন মাসউদ বলেন, 'ইসলামের নামে হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে যারা ইসলামকে বর্বররূপে প্রকাশ করছে, তারা ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু। সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দিতে ১ লাখ আলেম এক হয়েছেন। ইতিমধ্যে ৭৬ হাজার লিখিতভাবে তাঁদের সমর্থন জানিয়েছেন। বাকিটা পূর্ণ হলেই ফতোয়া দেওয়া হবে।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ধ্রুবেশানন্দজি বলেন, নিজ ধর্মে নিষ্ঠা রেখে অন্য সব ধর্মে শ্রদ্ধা দেখানোই ধর্মের মূল কথা। এ কাজটি সঠিকভাবে করলেই আর কোনো ভেদাভেদ থাকে না।

ঢাকার আর্চবিশপ প্যাট্রিক রোজারিও বলেন, '২৫ বছর আগে বিশপ হয়ে নিজ গ্রামে গিয়েছিলাম। বাড়ি যাওয়ার তিন কিলোমিটার পথের মধ্যে কোনো খ্রিস্টান বাড়ি নেই। কিন্তু সেই রাস্তায় আমরা হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, ভাইয়েরা মিলে তিনটি গেট নির্মাণ করেছিলেন। তাঁরা ধর্ম দেখেন নাই। তাঁরা বলেছিলেন, শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে আমরা তো আমাদেরই একজনকে পেয়েছি। এমনই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ আমাদের।' সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ভদন্ত সংঘনায়ক শুদ্ধানন্দ মহাথের, ঢাকার মদিনাতুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের মহাসচিব নির্মল রোজারিও, বাংলাদেশ বুড্ডিষ্ট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অশোক বড়ুয়া, ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রিন্সিপাল সৈয়দ ইব্রাহিম খলিল রাজাভি, ঢাকা মেট্রোপলিশন পুলিশ কমিশনার আসাদুজ্জামান মিয়া প্রমুখ বক্তব্য দেন।

জেলা কমিটির প্রতি অনুরোধ

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা কমিটিসমূহকে জেলায় কোনও সাম্প্রদায়িক নির্যাতন নিপীড়ন ও হামলার ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষদ বার্তার সম্পাদকীয় কার্যালয়ে পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। এ বিষয়ে ছবি ও স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি ও গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য সংযুক্ত করে পাঠালে তা পরিষদ বার্তায় প্রকাশিত হবে।

দুর্বৃত্তদের আগুনে পুড়ে যাওয়া দুর্গাবাড়ি। ছবি : পরিষদ বার্তা।

দুর্বৃত্তরা কানুনগোপাড়ায় দুর্গাবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে

॥ চট্টগ্রাম থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

গত ২২ এপ্রিল সন্ধ্যা সাতটায় বোয়ালখালীস্থ ৯নং আমুচিয়া ইউনিয়নে কানুনগোপাড়া প্রজ্ঞা পাঠাগার কিছু অজ্ঞাত সন্ত্রাসী অগ্নিসংযোগ করে পুড়িয়ে দিয়েছে। এসময় এলাকার লোকজনের সহায়তায় আগুন নিভানো হয়।

এই দুর্গাবাড়িতে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রজ্ঞা পাঠাগারে পূজার সরঞ্জাম, খেলাধূলার সরঞ্জাম ও আসবাসপত্র আগুনে পুড়ে আনুমানিক ২,৫০,০০০/- থেকে ৩,০০,০০০/-টাকার ক্ষতি সাধিত হয়। এই দূর্গাবাড়িটি সাবেক চেয়ারম্যান স্বর্গীয় প্রশান্ত রক্ষিতের ভোট কেন্দ্র নামে বহুল পরিচিত। এই দূর্গাবাড়িতে স্থানীয় সরকার ও জাতীয় নির্বাচনে কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এলাকাবাসীর আশংকা উক্ত মন্দিরটিতে আসন্ন ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে কেন্দ্র হিসেবে যাতে ব্যবহার করা না হয়, এ জন্য অগ্নিকান্ড সংগঠিত হয়েছে।

এই ব্যাপারে সোহেল রক্ষিত বাদি হয়ে বোয়ালখালী থানায় একটি জিডি করেন। পৃষ্ঠা ২

বান্দরবানে ইউনিয়ন পরিষদগুলোতে পুনঃনির্বাচন দাবি ॥ বিক্ষোভ

॥ বান্দরবান থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

নকল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে জালিয়াতির নির্বাচন বাতিল করে বান্দরবান জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদগুলোর পুন:নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। এ দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে জনসংহতি সমিতি।

নকল ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ব্যাপক জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে শাসক দলের প্রার্থীদের অবৈধভাবে জয়ী ঘোষণার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত বান্দরবান জেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এবং সমিতির সমর্থিত স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীদের উদ্যোগে জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কার্যালয়ে গত ২৫ এপ্রিল এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। জনসংহতি সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সভাপতি উছোমং মারমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সমিতির বান্দরবান জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ক্যবামং মারমা। সংবাদ সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন জনসংহতি সমিতির কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জলিমং মারমা, রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (আনারস প্রতীক) অংশৈমং মারমা, তারাসা ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (চশমা প্রতীক) উনুমং মারমা, বান্দরবান সদর ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (মটর সাইকেল প্রতীক) পুকোয়াইমং মারমা, রাজভিলা ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (আনারস প্রতীক) মংপু হেডম্যান, রুমা সদর ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী (চশমা প্রতীক) লুপ্রু মারমা, নোয়াপতং ইউনিয়নের বেসরকারিভাবে বিজয়ী চেয়ারম্যানপ্রার্থী অংথোয়াইচিং মারমা, পাইন্দু ইউনিয়নের স্বতন্ত্র চেয়ারম্যান প্রার্থীর প্রতিনিধি ক্যাসাপ্রু মারমা প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত স্বতন্ত্র পৃষ্ঠা ৭

লৌহজংয়ে পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকদের হামলায় শতাধিক হিন্দু পরিবার বাড়িঘর ছেড়েছে

সংবাদদাতাদের পাঠানো বিবরণ ও সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মুন্সিগঞ্জে লৌহজং উপজেলার খিদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) নির্বাচনে নৌকার পক্ষ নেওয়ায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকেরা হিন্দু-অধ্যুষিত পিংরাইল গ্রামে হামলা চালিয়েছে । এ কারণে ওই গ্রামের শতাধিক পরিবার এলাকা ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

লৌহজং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাকির হোসেন মোলা বলেন, 'গত ২৫ এপ্রিল ভাঙচুর ও হামলার খবর শুনে পুলিশ সুপার (এসপি) ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। সেখানে কিছু বাড়িঘর ভাঙচুর হয়েছে। মন্দিরের সামান্য অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিছু পরিবার আতঙ্কে এলাকায় থাকছে না বলে শুনেছি। ঘটনাটি খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে। ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'

জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক অজয় চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা এসপির সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর অবস্থা দেখতে এবং এলাকাছাড়া হিন্দু পরিবারগুলোকে গ্রামে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলাম। আমরা তাদের নির্ভয়ে গ্রামে ফিরে আসতে আশ্বস্ত করি। এসপি সাহেবও তাদের সাহস দেন। তারপরও হিন্দু পরিবারগুলো ভয় ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে।'

এলাকাবাসী সূত্র জানায়, গত ২৩ এপ্রিল লৌহজংয়ের ১০টি ইউনিয়ন পরিষদে ভোট হয়। এতে খিদিরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আনোয়ার হোসেন ব্যাপারীর কাছে দলটির বিদ্রোহী প্রার্থী শাহনেওয়াজ মৃধা পরাজিত হন। এ কারণে শাহনেওয়াজের সমর্থকেরা হিন্দু ভোটারদের ওপর চড়াও হয়। তাঁরা পিংরাইল গ্রামে হামলা করে ৩০-৩৫টি হিন্দু বাড়ি ভাঙচুর করে। এ সময় মন্দিরও ভাঙচুর করা হয়। হামলায় কমপক্ষে ২০-২৫ জন নারী-পুরুষ আহত হন। তাদের মধ্যে কৃষ্ণ পোদ্দার, সুবেদ ঢালি, তাপস পোদ্দার, দ্বীনবন্ধু, রিপন মলিক, গণেশ রায়, মহাদেব সরকার, সাধনা রানী, গোবিন্দ রায় ও খগেন মলিককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকে গ্রামের পাঁচ শতাধিক নারী-পুরুষ ভয়ে গ্রামছাড়া হয়েছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের অন্যতম সুভাস সরকার বলেন, নৌকার পক্ষে অবস্থান নেওয়াই আমাদের অপরাধ হয়েছে। নির্বাচনের আগে থেকেই তারা (বিদ্রোহী প্রার্থীর সমর্থকেরা) হুমকি-ধমকি দিয়ে আসছিল। পরাজিত হয়ে এখন বাড়িঘর ও মন্দিরও ভাঙচুর করছে। লৌহজং থানার একজন কর্মকর্তা জানান, হামলার ঘটনায় হিন্দু পরিবারগুলো থেকে কেউ ভয়ে মামলা করতে না চাইলে তাঁদের পক্ষে ওই ওয়ার্ডে ইউপি সদস্য রিপন মিয়া বাদী হয়ে মামলা করেছেন। উপজেলা আওয়ামী পৃষ্ঠা ২

প্রতিমা ভাংচুরের প্রতিবাদে সিলেটের চালিবন্দরে মানববন্ধন

॥ সিলেট থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সিলেটের চালিবন্দরস্থ ভৈরবতলা মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুরের প্রতিবাদে ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে ১৪ ও ১৫নং ওয়ার্ড পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এবং ভৈরবতলা মন্দির কমিটির নেতৃবৃন্দ। ২১ এপ্রিল সকালে চালিবন্দরস্থ ভৈরব মন্দিরের সামনে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।

ভৈরবতলা মন্দির কমিটির সহ-সভাপতি দিবাকর ধর রামের সভাপতিত্বে ও মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের যুগ্ম সম্পাদক চন্দন দাসের পরিচালনায় মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনের উপর হামলা ও হয়রানি এবং তাদের উপাসনালয় ও মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করা হচ্ছে। সিলেটের চালিবন্দরস্থ ভৈরবতলা মন্দিরে হামলা চালিয়ে প্রতিমা ভাংচুর করা হয়েছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি যাতে এই জঘণ্য কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত দুষ্কৃতিকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হয়। তা না হলে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন, পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক অ্যাড. মৃত্যুঞ্জয় ধর ভোলা, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি বিরাজ মাধব চক্রবর্তী মানস, মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক বিজিৎ চৌধুরী, মহানগর পূজা পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা অ্যাড. প্রদীপ কুমার ভট্টাচার্য, সভাপতি সুব্রত দেব, সাধারণ সম্পাদক রজত কান্তি গুপ্ত, সিনিয়র সদস্য গোপিকা শান পুরকায়স্থ, হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ কুমার দেব, ১৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবিএম জিলুর রহমান উজ্জ্বল, ভৈরবতলা মন্দির কমিটির পৃষ্ঠা ২

প্রতিমা ভাংচুরের প্রতিবাদে চালিবন্দরে মানববন্ধন। ছবি : পরিষদ বার্তা।

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর E-mail : parishadbarta@gmail.com মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, ২৬, বীরউত্তম সি আর দত্ত সড়ক, নাহার প্লাজা, ১০ম তলা, (কক্ষ নং, ১০০৮ বি) ঢাকা-১০০০ থেকে প্রকাশিত। ০১৭১৫১৫৮৩৩২